রয়েল

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত

শৈলজা।

(বাঙ্গালা ও ইংবাজি সংবাদপত্রে সমালোচিত)

ভবানীপুব ওবিয়েণ্টাল প্রেসে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

—o—

সন ১২৯৭ সাল।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

প্রিয় বৈকুণ্ঠ বাবু,

আপনি শৈলজার অবস্থা দেখিয়া যথার্থই দুঃখিত এবং তাহার মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, অভাগিনী কামিনীকে আপনার করে সমর্পণ করিলাম।

প্রণেতা।

নাট্যব্যক্তি।

পুরুষ।

অহীন্দ্রভূষণ	নায়ক।
রামসাধন দে	অহীন্দ্রের পিতা।
গুরুচরণ মিত্র	অহীন্দ্রের শ্বশুর।
চাটুর্য্যে	অহীন্দ্রের বাটীস্থ ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর	রামসাধন ও গুরুচরণের আত্মীয়।
সূর্য্যকুমার	অহীন্দ্রের প্রতিবেশী বন্ধু।
রসিক	অহীন্দ্রের ভৃত্য।
ফটিকদাস	ফেরার আসামী।
মধুচন্দ্র	কন্যাবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ।

দাঁড়ী, মাঝী, ২ জেলে, ঘটক, ২ ব্রাহ্মণ, কণ্ট্রাক্টর ২ বেহারা, রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ, ডাকপেয়াদা।

স্ত্রী।

গৃহিণী	অহীন্দ্রের মাতা।
শৈলজা (কণককমল)	নায়িকা।
ব্রাহ্মণী	মধুচন্দ্রের পত্নী।
ময়না	কণককমলের [illegible]
খেদা ঠাকুর মা	শৈলজার মাসি ঠাকুরাণী।
[illegible] মা	[illegible]

শৈলজার সখী, দাসী ও [illegible]।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। খিদিরপুর, রামসাধন দের বৈটকখানা

রামসাধন ও চাটুয্যে।

চাটু। মোশাই ভাল মানষির কাল্ নয়। এ কালে যে কড়াকড় কাষ না করে সেই ঠকে।

রায়। ঠকা বলে ঠকা হে? ছেলের বিয়ে দিয়ে এমন ঠকা ত কোন শালা কখনো ঠকেনি। দুঃখের কথা বল বো কি, কায়েতের ঘরে বাঁড়ী বাল্ তির মেয়ের বিয়েতে যে সকল জিনিস পত্তর দেয় এ শালা তাও দেয়নি।

চাটু। মোশাই, লোকটা অতি অপর্দা।

রায়। হাজার বার, লাখশ বার। আমি ভদ্রতা করে হাজার টাকা বৈ নগদ নিলুম না। বাস প্লাসিঞ্জী, বরাভরণ মেয়ের গহনা, রূপভারী কাপড়, এ সকল ফর্দ্দ বিবাজির উচিতমত দেবার কথা রয়ুম্, শালা তাঁই বৈরে বসে পাঁকার করে। আমি মনে মনে ঠিক্ করুম্ যে এ দিকেও সু হাজার আড়াই হাজার টাকা পাওয়া যাবে। বিয়ে সেই হয়ে গেল তার পর বর্তিতে দেখি, শা [illegible] [illegible] [illegible] জিনিস দেয়নি।

[illegible] বাস প্রবেশ

রাম। সে তো নবীন আড্ডির দোকানে যাচাই করা গেল, ছ আনা খাদ। এখন শালা বল্লে কি বল দেখি, আসবে?

চাটু। বল্লে "আপনি এগুন্, আমি একটা বরাৎ সেরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যাচ্ছি।"

রাম। শাঁলা আহম্মকনা, আচ্ছা জব্দ করে ছেড়ে দেব আমার ভাই চক্ষুলজ্জা নেই।

চাটু। আজ্ঞে আহারে ব্যাভারে চক্ষু লজ্জা কত্তে গেলে চল্‌বে কেন?

রাম। শালার একটা মেয়ে, তাতেই এই জুয়াচুরি; যদি আর দুটো চারটে মেয়ে থাকতো তা হলে তো শালা পিলটির গয়না চালাতো।

চাটু। আজ্ঞে, বেটা বড কঞ্জুষ।

রাম। কঞ্জুষ বলে কঞ্জুষ, উৎপরীকে কঞ্জুষ।

চাটু। ভালই বলুন আর মন্দই বলুন, ও পাড়াগাঁটায় ছেলের বিয়ে দেওয়া আপনার ভাল হয় নি।

রাম। চাটুয্যে, কেও ঠেকে শেখে, আর কেউ দেখে শেখে, আমার এই ঠেকে শেখা হলো। এই নাকে কানে খৎ, আর কখনো পাড়াগাঁয়ে ছেলের বিয়ে দেব না। আসুচে হে, শালা আসুচে। (গুরুচরণ মিত্রের প্রবেশ।)

গুরু। প্রণাম চাটুয্যে মশায়! সেই মশায়, নমস্কার!

রাম। বলি ক দিন ধরে যে ডাক্তে পাঠাচ্ছি, তা কথাটা কি এখনি বুঝ্য হচ্ছে না?

গুরু। অনেককালের অভাবে আমি আসতে [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

রাম। হাঁ হাঁ সে শিষ্টাচারী পরে হবে এখন কাযের কথ কও

গুরু আজ্ঞে করুন্

রাম যে নমস্কারী কাপড় গুলি দিয়েছ সে গুলি ফিরিয়ে নিয়ে যেমন কড়ার্ ছিল তেমনি দিতে হচ্ছে।

গুরু আপনি আদেশ করেছিলেন্ ৪৮ খানা শাড়ী আর ২৬ খানা শাদ ধুতি আমি তাই দিয়েছি এতে আমার অপরাধ কি?

রাম। অপরাধ তোমার একশ বার। তোমা ক আমি বলে পাঠিয়েছিলুম্ ৪ খানা শাদা গরদ আর ৮ খানা বারাণসী শাড়ী দিতে হবে বাকী সব সু তার কাপড তুমি দিলে কিন ২৪ জোড়া বিলাতী শাড়ী আর ১০ জোড়া বিলাতী শ দা ধুতি তেমন কাপড় আমার চাকর দাসীতে ও পরে না।

গুরু বেইমশায় আপনি বড় মানুষ আপনি এ কথা বল্‌তে পারেন আমি অতি গরিব যা দিয়েছি তা আমার পক্ষে ঢের

রাম যদি তোমার সে ক্ষ্যামতা নেই তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে এসেছিলে কেন? যখন সম্বন্ধ হয় তখন তো বলেছিলুম্ "আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইচ কেন বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবে নাকি?" তখন যে বড় বাঁ বলেছিলে, এখন [illegible] বামন হয়ে চাঁদে হাত দিয়ে হাত পুড়ে গিয়েছে। "[illegible] ছিল পু ত্রের বাহন।"

তাই। আর কুলপুতের [illegible]

[illegible]। হাঁ, [illegible] [illegible]

[illegible]

লোককে বলে এনুম্ "আমার ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে ফুলশয্যে আস্‌বে তোমরা দেখ্‌তে যেও।" তারা সকলে এলো, তুমি পাঠালে কিনা বারটি লোক, যত ভুণী মাল। তোমাদের দেশে কি শশা, তর্মুজ, ফুটী বৈ আর কোন ফল নেই?

গুরু। মশায়, যে সময়ের যে ফল।

রাম। "যে সময়ের যে ফল।" কেন? কলকাতার সহরে ফলের অভাবটা কি? কাশীর পেয়ারা নাও, নকট নাও, নাসপাতি নাও, ডার্জ্জিলিং অরেঞ্জেস্ নাও, সরবতিবা লেবু নাও, আপেল নাও, খর্জ্জা নাও, সপেটা নাও, মঙ্গো-স্টিন্ নাও—

গুরু। এ সকল কখনো দেখিও নি, নামও জানি না।

রাম। তাতেই তো বলি যে অমন অজবুকদের সঙ্গে ব্যাভার করাই ঝকমারি।

গুরু। পরমেশ্বর করুন্ আপনার দুটী পাঁচটী মেয়ে হোক্; তাদের বিয়েতে এই সকল জিনিস দেবেন্।

রাম। যে আজ্ঞে। তোমার কাছে পরামর্শ নিয়ে মানুষ-মনুষ্যত্ব করা যাবে। বল্‌তে লজ্জা করে না? ফুলশয্যের পাঠিয়েছিলে কি? দুছড়া ফুলের মালা, এতটুকু একটা বাটীতে পলা দুই চন্দন, একটা কুকো শিশিতে হদ চার আনার বেলা আতর, আর এক বোতল ঘোড়ার পেচ্ছাব, যাকে তোমাদের দেশে গোলাব জল বলে। কেন কল্‌কেতার সহরে কি পার-ফিউমারী পাওয়া যায় না? পমেটম্, ল্যাবেণ্ডার, অডিকলন, হাজার রকম রয়েছে; তার দুশো শিশিও দিতে নেই?

গুরু। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, জানি না।

রাম। এ বিষয়ে জানিনা বল্লে বাপ নেই। যদি না

জান, তবে কোন্ এক জন ভদ্র লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলে ?

শুক। আজ্ঞে, তা সে রকম ভদ্র লোকতো আপনি ছাড়া আর কাকেও দেখ্‌তে পাইনা।

রাম। তোমার যে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হে ?

শুক। কেন মশায়, আমার অপরাধ কি ? আপনি ফুলশয্যের হিসেবে দুশো টাকা ধরে নিয়েছেন, তার পর আমি ৪০। ৫০ টাকার জিনিস দিয়েছি, সেতো বাড়ার ভাগ।

চাটু। আচ্ছা মোশাই, ও কথা যেতে দিন, আমি একটা কথা বলি। বিয়ে হলো মঙ্গল কর্ম্ম তাতে কি কোন কাল জিনিস্ দিতে আছে ? আপনি কোন বিবেচনায় বড় বাবুকে কাল চামড়ার জুতো দিলেন ?

রাম। এর বেলা কথা কও না যে ?

শুক। এতে আর কি কথা কব ? চীনের বাড়ীর এক জোড়া জুতোর দাম ৫৷০ টাকা, পাঁচ সিকের ১ জোড়া জরীর জুতো দিলে কোন ব্যবহারেই লাগতো না বলেই তা দিইনি।

রাম। পাঁচ সিকের জরির জুতোর কথাতে আমি পেচ্ছাব করে দি।

শুক। বেই মশার, এই অপমানটা কর্বার জন্যেই বুঝি আমন্ত্রণ করেছিলেন্ ?

রাম। এতে অপমানের কথাটা কি ? লেহ্ লেনা দেনার কথা, এতে যদি অপমান বোধ কর ঘরের ভাত বেশী করে খেও।

শুক। হা ভগবান্!

রাম ও ভগাকেই ডাক আর জগাকেই ডাক, শম্মা

ভুলচেন না। এখন কাযের কথা কও। যে জিনিস্ গুলি আমি চেয়েছি সে গুলি দেবে কিনা? আজ সাফ জবাব চাই, চিঠির উত্তরে যেমন লেজে খেলচ কথায় তেমন লেজে খেলা চলবে না।

গুরু। আমি যা যা দিতে স্বীকার করেছিলুম্ সে সকলই দিয়েছি আর যা দিয়েছি তার একখানাও মন্দ জিনিস দিইনি আর কিছু দিতে পারবোনা।

রাম। দেবে না আচ্ছা, দেখা যাবে। তুমি মনে করেছ গাং পেরিয়ে কুমীরকে কলা। কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে তবে তোমার মেয়েকে বাড়ীতে ঢুকতে দেব

গুরু। আপনারা সহরের লোক ভদ্রের অগগণ্য মনে কল্লেই পারেন

রাম। আমরা অভদ্র? তোমার যে যা মুখে আসে তাই বলচ তুমি তো ভারী পাজী লোক দেখতে পাই

গুরু। আর আপনি? কোন ভদ্রলোক ভদ্রলোককে বাড়ীতে ডেকে এনে এমন অপমান করে?

রাম। তুমি যদি ভদ্দর লোক হতে তা হলে এত কথা শুনতে হতে না। ভাল মানুষের এককথা ভাল ঘোড়ার এক চাবুক। আমি তোমা ক এই শেষ জিজ্ঞেসা কচ্চি জিনিস গুলি দেবে কি না?

গুরু। আমিও এই শেষ বলচি আমি দিতে পারবোনা

রাম। না পার তো এই অচ্ছিন্দাবধারণ হলো তোমার মুখ দর্শন কত্তে চাইনা তোমার মেয়ের মুখ দর্শন কত্তে চাইনা, তোমার চাই গুষ্টির মুখ দর্শন কত্তে চাইনা তোমার হুগলী জেলার লোকের মুখ দর্শন কত্তে চাইনা তোমার মেয়েকে যদি আমি বাড়ী ঢুকতে দি তো আমার বাপের মুখে ও।

গুরু। ছি ছি ছি। অতি নরাধমের কথা।

রাম। কি, আমাকে নরাধম বলিস? পাজি, নচ্ছার। এত বড় আস্পদ্ধা, ছোট মুখে বড় কথা। তা আবার আমার বাড়ীতে বসে। নিকালো শালা, অবি নিকালো। আর তা না হলে চাকর দিয়ে গর্দ্দানা দিয়ে বার করে দেব। আমাকে এত বড় শক্ত বলিস? চাটুয্যে, তুমি সাক্ষী।

গুরু। হা ভগবান। এত অপমান কপালে লিখে ছিলে। (সরোদনে প্রস্থান)

রাম। শালা আমার। শালা কামারের দোকানে ছুচ বেচতে চায়। আমাকে ঠকাবে। আমাকে এমনি বোকা ঠাউরেচে যে আমি ওর মধানমুখো কথায় কায ভুলবো।

চাটু। ওঃ কি গোস্তাকি! আপনাকে নরাধম। এতো মোশাই বরদাস্ত হয় না।

রাম। আচ্ছা তুমিতো আগা গোড়া বসে বয়েছ, আমি শালাকে কি অপমানের কথাটা বলিচি বল দেখি।

চাটু। আজ্ঞে, কৈ কিছুই তো নয়। লেহ্য দেনা পাওনার কথা। তবে, যদি কেউ বলে চেঁচিয়ে, সেটা আপনার অভ্যেস।

রাম। আমি প্রাণ থাকতে ও শালার মেয়েকে ঘরে আনচি না। এই মাসেই অহীনের বিয়ে দেব।

চাটু। আজ্ঞে, আপনার ছেলের বিয়ের ভাবনা কি? একটা পাস্ দিয়েছে, আবার ইঞ্জিনিয়ারী পড়চে।

রাম। শালার কি আস্পদ্ধা। আমাকে মরা মানুষ মনে করেচে। বাছাধন ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখনি। আমি তোমাকে নাকের জলে চোকের জলে কর্ব্বো তবে ছাড়্ব।

চাটু। কি ভয়ানক। কি ভয়ানক!

রাম। এটিথি গণেশচন্দ্র আমার কুটুম্ব তার সঙ্গে পরামর্শ করে আজ এর একটা বিহিত কত্তে হচ্ছে।

চাটু। আজ্ঞে হাঁ, টাটকা টাটকি এর একটা হেস্ত নেস্ত করা• শ্রয়।

রাম। চাটুয্যে তুমি খেয়ে দেয়ে নাওগে দুপরের পরে বৌবাজারে যেতে হবে। (দুদিগে দুজনের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। খিদিরপুর, রামসাধনের অন্তঃপুর।

গৃহিণী ও ঘটকী।

ঘট। আর একটী মেয়ে আছে আঁটপূরের মিত্তিরদের বাড়ী মেয়েটী দিব্যি পটোল চেরা চোক, এই লম্বা চুল থোডাল খাডাল গড়ন

গৃহি। সে কোথা বল্লে?

ঘট। এই আঁটপুর, হুগলী জেলায় বেশী দূর নয়

গৃহি। সেতো পাড়াগাঁ?

ঘট। হাঁ সে পাড়াগাঁ বটে কিন্তু গণ্ড গ্রাম।

গৃহি কর্ত্তা নাকে কানে খৎ দিয়েছেন পাড়াগাঁয়ে কুটুম্বিতে করবেনা।

ঘট। তা না হয় নাই কল্লেন। আমি এমন তারামণি নই অসাধ্যি সাধন কত্তে পারি। কল্‌কাতা সহরের হস্তবুদ আমার কাছে। কর্ত্তাবাবু সহরের ভেতর যে রকম ঘটা মেয়ে চান তাই এনে দেব। মা, তোমার ছেলে কটা পাশ দিয়েছে?

গৃহি। একটা পাশ।

ঘট। তবেই তো। তিনটে পাশ না দিলে বরে বিকোয় না। ছেলেটীর নামটি কি ?

গৃহি। অহীন্।

(গামছায় বাঁধা তরকারি হস্তে রামসাধনের প্রবেশ)

রাম। পোড়া বাজারে না আছে ছাই মাছ, না আছে ছাই তরকারি। দেখ গিন্নি, সেই মণ্ডলঘেটে শালাকে রাস্তায় দেখলুম।

গৃহি। কাকে গো ?

রাম। ঐ অহীনের শ্বশুর শালাকে।

ঘট। সে কিগো ? তবে কি সম্বন্ধ ঠিক্ হয়েছে ?

গৃহি। না, না, তা নয়। বলি কি ? বলি—সে অহীনের প্রথম পক্ষের শ্বশুর।

রাম। ইনি কে ?

গৃহি। ইনি ঘটক ঠাকরুণ, অহীনের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন।

রাম। ঘটক ঠাকরুণ ? বেশ, বেশ। ঘটক ঠাকরুণ, আমি একটা পাড়াগেঁয়ের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলুম্ ; শালা আমাকে দু পাঁচ হাজার নগদ দেয়নি, দশ বিশ খানা জিনিস পত্তর ও দেয়নি। শালা আমাকে যেমন ফাঁকি দিয়েছে তেমনি শালার মেয়েটাও অক্কা পেয়েছে।

ঘট। তবে তোমার ছেলেটী কি দোজবরে ?

গৃহি। নামে দোজবরে ; ছেলের আমার দশ মাস পাঁচ ছয় হলো বিয়ে হয়েছিল।

রাম। ঘটক ঠাকরুণ্ মেয়ে কোথা ?

ঘট। যদি দশ টাকার পিত্যেশ কর তবে হোগলকুঁড়ের আন্নাদে ঘোষের মেয়ের সঙ্গে যোগাড় করে দিতে পারি।

গৃহি। সে মেয়ে কেমন ?

ঘট। সে মেয়ে মাঝারি; আহা মরি ও নয়, হেক্ থু ও নয়, যাকে পাঁচ পাঁচি বলে।

রাম। হাঁ, হাঁ, তাকে আমি জানি ; তা, সেখানে বিয়ে দেওয়া—

ঘট। বাবু, সে কথা আর বলবার যো নেই, বড় বড় কুলীনের ছেলেকে মেয়ে দিয়েছে।

গৃহি। কেন, তার দোষ কি ?

ঘট। দোষ কিছুই নয়, পাড়ার লোকেদের হিংসে। তা যা দোষ ঘাট যা রটেছিল, টাকার জোরে সব শুদ্ধ হয়ে গেছে।

গৃহি। কি রকমটাই শুনিনা।

রাম। সে এখন তোমার শুনে কায্ নেই। তা ঘটক ঠাকরুণ, দেবে থোবে কি রকম বল দেখি, তা হলে বুঝি।

ঘট। যা দেশ বেওয়াজ তাই দেবে। চুড়ীসুদ্ধ গয়না দেবে, জামাইকে ঘড়ী, চেন, হীরের আংটী, আর নগদ সত্তরশ।

রাম। ঘটক ঠাকরুন, তার মেয়ে আন্‌তে গেলে দেশ রেওয়াজে চলে না ; বাঁটা চাই। আচ্ছা, তুমি তাদের কাছে কথা পাড়, তারা কি বলে শুনি, তার পর ভাং চুর।

ঘট। আচ্ছা ; আজ্ তবে আমি আসি।

গৃহি। তবে কবে আবার আসবে ?

ঘট। এই আস্‌চে হপ্তায়। (প্রস্থান)

গৃহি। তুমি যে বড়ো বৌটা অব্বা পেয়েছে। সত্যি না কিন্তু

রাম। তুই ও যেমন হাবলী। ঘটকী মাগীর সাম্নে ও কথা না বল্লে বিয়ে হবে কেন?

গৃহি। তা দেখি কি বাজার করে আনলে। (দেখিয়া) ও মা। একি। কেবল কলমীশাক আর কাঁচকলা।

রাম। শাকে বেগুন দুটো ঢাকা পড়েছে। চল, এখন রান্না ঘরে চল। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। খিদিরপুর, রামসাধনের বৈঠকখানা।

চন্দ্রশেখর ও রামসাধনের প্রবেশ।

চন্দ্র। মশায়, অপরাধ যদি কেউ করে তার কি মাপ নেই?

রাম। আছে, অপরাধ বুঝে আছে। সে শালা যে কায করেছে তাতে তাকে মাপ কত্তে পারি না। শালার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার সঙ্গে সমান উত্তর করে? তুই শালা মেয়ে দিয়েচিস্, জুতোর নীচে আছিস্, তোর মুখে কথা?

চন্দ্র। সেটা তাঁর অন্যায় হয়েছে।

রাম। তার পর শালা হরমুৎবাহার নালিশে এমনি জবাব দিলে যে আমি দাঁড়িয়ে হেরে গেলুম, ট্রেস পাসের চার্জে হার যা হবার তাতো হলো, তার পর উলটে হাকিম বেটা সেই শালার এজাহার শুনে পুরো এজলাসের মধ্যে আমাকে অপমানের কথা কইলে। আমি দিব্যি করিচি, তুমি আমাকে ও বিষয়ে অনুরোধ করো না।

চন্দ্র। আচ্ছা, স্বীকার কল্লুম আপনার বেই মশায়

রাম। আরে সে শালাকে আর 'মশায়' বলে না।

চন্দ্র। স্বীকার কর্লুম্ আপনার বেই বিশেষ দোষ করেচেন্; কিন্তু তাঁর দোষে তাঁর কন্যা কষ্ট পান্ কেন?

রাম। সে সেই দুষীর মেয়ে তাই কষ্ট পায়; তার কপালে বিধেতা কষ্ট লিখেচে তাই কষ্ট পায়।

চন্দ্র। এ কথাটা আপনাদের মত বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে ভাল শোনায় না।

রাম। না শোনায় নেই শোনাল; তাতে আমার ক্ষেতি বৃদ্ধি কিছুই নেই। আমি বুঝ্তে পেরেছি তোমরা সব্ আমাকে অপমান কর্বার জন্যে একটা শ্যালের যুক্তি করেছ।

চন্দ্র। কেন মশায়, এ রকম কথা বলেন্ কেন?

রাম। বলি কেন? আমি কি সাধে বলি? তবে শোন। ভবানীপুরের গোবিন্দ ঘোস্ আমার কুটুম্ব। গেল ফাল্গুন মাসে তার মেয়ের বিয়ে গেছে। সে কল্লে কিনা, সেই উপলক্ষে আমার বৌটাকে আর তার মা মাগীকে মেয়ে কুটুম্বিতেতে তার বাড়ীতে আন্লে। আমাকে সে কথা কিছুমাত্র বল্লেনি। তারপর আমাকে নেমন্তন্ন কল্লে; আমি যেতে পার্লুম্ না, দিলুম্ বইনুকে পাটিয়ে। সেখানে বৌর মা মাগী তার হাত ধরে পানুসে চোকের পানি ফেলেচে, আর ও আবাগের বেটা খোকা ভেড়া পানুসে চোকের পানি দেখে সব্ ভুলে গেছে। তার পর থেকে যেদ কথা বল্লেই নানান্ ওজর তোলে।

চন্দ্র। গোবিন্দ বাবুতো আপনার বেইয়েরও কুটুম্ব।

রাম। আরো অত্যাচার শোন। খিদিরপুর ভবানীপুর. এক ক্রোশ তফাৎ; আমি জানি কলার খেয়ে চলে আস্বে। আবাগের বেটা তা না করে সারা রাত্তির সেখানে কাটিয়ে. তার পরদিন বেলা ৮টার সময়ে বাড়ী এলো।

চন্দ্র। কেন, অহীন্ রাত্রিতে সেখানে থাকলো কেন ?

রা। আরে, কেন তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্চো ? সেই বেটী, সেই বৌ শুশুড়ী যে সেখানে ছিল। আমি যদি বাপের বেটা হই তো গোবিন্দ বোস্‌কে একবার দেখ্‌বো।

চ। যদি শোনেন্ তো একটা কথা নিবেদন করি।

রা। আচ্ছা, বল।

চ। কি হলে আপনি আপনার বৌটীকে ঘরে নেন্?

রা। যদি সে শালা দু হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আমাকে লিখে দেয়, তা হলে আমি বাপান্ত দিবিব গুড়িয়ে নিতে পারি।

চ। আচ্ছা, তবে আমি এখন চল্লুম্। (চন্দ্রের প্রস্থান।)

(সূর্য্যকুমারের প্রবেশ।)

রা। কে হে ? সূর্য্যকুমার ?

সূ। আজ্ঞে, অহীন্ কোথা ? তার কাছে আমার কেমিষ্ট্রী বৈ খানা আছে।

রা। তাকে একবার বিশু বাবুর বাড়ীতে পাঠিয়েছি, এখনি আস্‌বে। তুমি বোস, তোমার সঙ্গে নীরেলা একটা কথা আছে।

সূ। (উপবেশন) আজ্ঞে করুন্।

রা। দ্যা দেখ বাবা, তোমার বাপের আর আমাতে এক পাঠশালে লিখেছি; একসঙ্গে ডাণ্ডুলি খেলিয়েচি, দুজনে সোনাইএর কমলা পোদের পুকুর থেকে অন্ধকার রাত্তিরে জোনাকী পোকা কাপড়ে বেঁধে মাছ ধরে এনেচি, তুমি আমার সেই ভোলা দাদার ছেলে, আর আমার অহীনের সাঙ্গাৎ।

সু। আজ্ঞে করুন কি কত্তে হবে।

বা। অহীনের সঙ্গে তোমার বড় ভাব, তাকে বুঝিয়ে বলো যে আমি যে সম্বন্ধ ঠিক করেছি তাতে যেন সে অমত না করে।

সু। আজ্ঞে, অহীন যে বিয়ে কত্তে চায় না।

বা। চায় না? ওর বাবা যে সে চাবে।

সু। সেদিকে আজ্ঞে, আপনার তো ইচ্ছে আছেই।

বা। আর সে মেয়ে দেখতে যেন পরী। মেয়েকে চুড়ী খুটেব গয়না দেবে ছেলেকে হীরের আংটী ঘড়ী চেন, বারাণসী জোড়, ৬ খানা রূপোর দান।

সু। তা মশায় আপনার সে বৌমাকে আনুন না কেন।

বা। মহাভারত। মহাভারত! সে কথা আর বলো না।

সু। আমি শুনেছি যে আপনি অহীনের আবার বিয়ে দিলে আপনার বৌ আপনার নামে খোরপোষের নালিশ করবেন।

বা। বাবা তাতে আমি খাতির জমায় আছি। ঐ গুজব শুনে নেব মহেন্দ্র মল্লিক আশুবাবু হেম বাবু ভবানীপুরের দেবেন্দ্র ঘোষ, গিরিশ মুকুয্যে, মহেশ চৌধুরী এদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিচি। এরা বলেচে আমার ওপর খোরপোষের নালিশ চলবে না।

সু ঐ অহীন এসেছে, আমি যাই।

বা। আচ্ছা বাবা। আমার কথাটা মনে আছে তো? বিশেষ এ বিয়েতে আমার গুরুপুত্রের অনুরোধ।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। শ্যামনগর। শৈলজার পিতার অন্তঃপুর।

বিষণ্ণ শৈলজা ও সেজ ঠাকুর মা।

সেজ। শৈল, এ তোর কি রকম বোন? ছেলে মানুষ, দুধের ছেলে, তোর চুল বাঁধা নেই আল্‌তা পরা নেই, ভাল কাপড়খানা পরা নেই, দুখানা ভাল গয়না গায়ে দেওয়া নেই। এত ভাবনা কেন? তোর ওপর রাগ পড়ে গেলেই তোর শ্বশুর তোকে ঘরে নে যাবেন্।

শৈল। সেজ ঠাকুমা সে আশা আর নেই, আজ নয় কাল্ করে করে ক বছর কেটে গেল, আর তো বিশ্বাস হয় না।

সেজ। বালাই। তোর শ্বশুরই যেন খারাব লোক, তোর সোয়ামীতো তেমন নয়, সেতো তোকে ভাল বাসে।

শৈল। তিনি ভাল হয়ে কি হবে? আমার শ্বশুরের অমতেতো তিনি কোন কায কত্তে পারবেন্ না। আমার ভয় পাছে আমার শ্বশুরের কথায় আমার স্বামী আবার বিয়ে করেন। তা হলে, সেজ ঠাকুমা, আমার কি দশা হবে?

সেজ। যখন এতদিন তোর সোয়ামী বিয়ে করে নি, তখন তোর কোন ভয় নেই।

শৈল। হাঁ। সেজ ঠাকুমা, তিনি যদি বিয়ে করেন তবে তার আগে আমৃত্তে পাবার কি কোন উপায় নেই?

সেজ। শৈল, এতদিনতো তুই এমন ছিলি নি, এখন এত অস্থির হইছিস্ কেন?

শৈল। সেজ ঠাকুমা, যতদিন ছেলে মানুষ ছিলুম্ ততদিন কিছু জানতুম্ না, বুঝতেও পারি নি, এখন আমি

বুঝেছি স্বামী বৈ স্ত্রীর গতি নেই, স্বামীই স্ত্রীর সুখ, স্বামীই স্ত্রীর গুরু, স্বামীই স্ত্রীর ধর্ম্ম। আমি থাকৃতেও বঞ্চিত।

সেজ। শৈল, তোর কথা শুনে প্রাণ যুড়োয়। আমার ইচ্ছে করে যে তোর শ্বশুর মিন্সেকে একবার শোনাই দেখ তার মন নরম হয় কি না।

শৈল। সেজ ঠাকুমা, সকলি আমার কপালের দোষ।

সেজ। ও কি? আবার কান্না। ছি! ছি!

শৈল। আমি যাই মা আসচেন।

সেজ। এলো'বা তুই যাবি কেন?

শৈল। না আমার দরকার আছে। (প্রস্থান)

(শৈলজার মাতার প্রবেশ)

শৈ মা। ওমা, সেজ ঠাকরুণ কতক্ষণ?

সেজ। এই মা কতক্ষণ। তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা বাত্তা কইছিলুম। তা বলি বৌমা, শৈলর রকম সকম দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হলো। বেহাল, বেপরিচ্ছন্ন।

শৈ মা কি কর্বো বল মা। আত্তি যত্ন কত্তে কসুরতো করি না। মেয়েটা সময়ে নাবে না, সময়ে খাবে না, দিন রাত্তিরই কি ভাবে, জিজ্ঞেসা কল্লে আবার কিছু বলে না। আমার ভয় পাছে মূর্চ্ছোর ব্যাবামই বা হয়।

সেজ। যে রকম গতিক তাতে হওয়াও অসম্ভব নয়। তা ওর শ্বশুর বাড়ী পাঠাবার যে চেষ্টা কচ্ছিলে তার কত দূর হলো?

শৈ মা। মা কালী যদি দিন দেন তবেই হবে। তবে কতক সুরাহা বলতে হয়।

সেজ। কি রকম?

শৈ-মা। আমার মাসতুতো ভাই চন্দ্রের বাড়ী কল্‌-কেতা। সে ওঁদিকে চিঠি লিখেছে যে সে বেইর কাছে এই জন্যে গিয়েছিল ; বেইর মনটা কতক নরম হয়েছে।

সেজ। আহা মা সুবচনী করুন্ তাই হোক্। তা গুরুচরণকে কেন একবার কলকেতায় পাঠিয়ে দাও না।

শৈ-মা। চন্দ্র শৈলকে কল্‌কাতায় নে যেতে লিখেচে।

সেজ। তবে বোধ করি সে কিছু উপায় করেছে। তা হলে মা তোমাদের শীগগিরই কলকাতায় যাওয়া উচিত।

শৈ-মা। আমরা এই হপ্তার ভেতরই রওনা হব, ঠিক হয়েছে।

সেজ। তা হলে তোমাদিগে বড় নদী বেয়ে যেতে হ ব, খাল যে বন্ধ। হ্যাঁ বৌমা, এ কথা শৈল বুঝি জানে না?

শৈ-মা। না মা। কি জানি যদি কোন গতিকে যাওয়া না ঘটে তবে মেয়েটা আরো ভাবিত হবে, সেই জন্যে তাকে কিছু বলিনি।

সেজ। সে যুক্তি ভালই হয়েচে।

শৈ-মা। ওঁদের মতলব আছে যে যদি বেই সহজে না রাজি হন্ তবে মেয়েকে পাল্‌কি করে তাঁর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন।

সেজ। তা হলে কি হবে?

শৈ-মা। তা হলে নিদেন চক্ষুলজ্জার ভয়েও মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পার্বেন না।

সেজ। এ পরামর্শ মন্দ নয়। তুমি আরো এক কায করো।

শৈ-মা। কি মা?

সেজ। আমি শুনেচি মা তোমার জামাই বড় ভাল ছেলে।

শৈ-মা। হাঁ মা, সেই ভরসাতেই যাওয়া।

সেজ। কলকাতায় গিয়ে তোমার জামাইকে নেমন্তন্ন করে পাঠিও। দুচার দিন যাওয়াত কল্লেই জামায়ের মন বস্‌বে দয়াও হবে।

শৈ-মা। হ্যাঁমা, আমিও তাই মনে মনে করেচি।

সেজ। বৌমা, বেলাটা যে একবারে গেছে। এখন তবে আসি। (প্রস্থান)

শৈ-মা। এস মা। হে মা কালি, হে মা দুর্গা। আমার শৈলর শ্বশুরের যেন সুমতি হয়। হে মা মঙ্গলচণ্ডি, আমার শৈলর মঙ্গল কর মা আমি তোমাকে ষোল আনার পুজো দেব। বাবা ঢুণ্ডী গণেশ, তুমি আমার শৈলর ফেরো কাটিয়ে দাও, তোমার সোণার শুঁড় গড়িয়ে পুজো দেব। হে হরি, আমার মনস্কামনা সিদ্ধি কর, তোমাকে পাঁচ সিকের হরি লুট দেব। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। রূপনারায়ণ নদ।

নৌকার উপর ব্রজচরণ, শৈলজা, শৈলজার মাতা, ২ জন দাঁড়ী ও মাঝী।

২ দাঁড়ী ও মাঝী। (সঙ্গীত, বিভাষ—খেম্‌টা)

দরিয়ায় বিচ্‌খানে লা ভাসান্ দিলা হ ক কৈরা।
মার্ ঝিকা, টাকা ফিকা হালটি কৈরা ধৈরা।
হরুর্ হো, হরুর্ হো, হরুর্ হো হো হো॥
আরে লায়ে ভোল্‌চে পাল্, দারে মার্‌চে ঠ্যাল্
মুয়ে কোয়্ সাবাস্ ওট্‌চে ডৈরা টৈরা।
হরুর্ হো, হরুর্ হো, হরুর্ হো হো হো॥

গুরু। ওহে বাপু মাজী, এ রূপনারাণ বড় ভয়ানক গাং, একটু সাবধানে য'ও।

মাঝী। ডর্ করবেন্ ক্যান্ খব্‌তা ? ইসাত্তে বোরো বোরো গাং বাইয়া আইচি।

গুরু। বড়ো গাং বাইলে হয় না ; ভাঁটার সময়ে এ গাঙ্গে বাওয়া বড় কঠিন।

১ম দাঁ। কিসার লাগে খব্‌তা ?

গুরু। এ গাঙ্গের চড়া এমনি খারাব যে নৌকো ঠেকলে উঠান ভার।

২য় দাঁ। হ, খব্‌তা জানচি। তামলুকে আইছিলাম।

গুরু। চড়া আবার এক জায়গ য় থাকে না. নড়ে নড়ে বেড়ায়। এদিগে চড়ার এই দোষ, ওদিগে গাং আবার কুমীরে ভরা। ঐ দেখ কত বড় কুমীরের মাথাটা দেখা যাচ্ছে।

দাঁড়ীমাঝী। হ হঃ। (উচ্চৈঃ) বদোর্ বদোর্ ! খবিয়ার পাচ পীর।

শৈলজা। কৈ গা বাবা ?

গুরু। ঐ যে মা, তোমায় ডান দিকে।

শৈল। হাঁগো, তাইত মস্তটা।

গুরু। ওঃ এখানে গাংটা কি চওড়া। ঐ ঝুমঝুমের ঘাট। ঐ তমলুকের বর্গভীমার মন্দির দেখা যাচ্ছে। মাগো। (প্রণাম)

শৈল। কোথা মন্দির বাবা ?

গুরু। ঐ যে বাঁশ ঝাড় দেখা যাচ্ছে, তারি গায়ে শাদা মতন, ঐ মা বর্গভীমার মন্দির। (সবিস্ময়ভয়ে) কি

কল্লিরে মাঝী। । সর্ব্বনাশ কল্লি! চড়ায় লাগালি। মেরে ফেল্লি দেখিচি।

মাঝী। ডর্ কি করূতা? মুই নিশা কর্‌মু।

গুরু। মলে আর তুই কি নিশে কর্ব্বি? এখন নৌকো বাঁচাবার চেষ্টা কর।

মাঝী। আরে হাছন, নামি যা নামি যা।

১ম দাড়ী। (নামিয়া) আরে ভারাইমু ক্যাম্বাই? গোর্‌তো ডুইবা যায়। আরে হাম্রাব হবীর।

গুরু। হা নারায়ণ, জলে ডুবে মত্তে হলো!

শৈল। বাবা, কি হবে বাবা? (রোদন)

শৈল-মাতা। ওগো, কি হলো গো? (রোদন)

গুরু। মধুসূদনের নাম কর।

মাঝী। আরে দা পাল ফিলরে; ডুব্‌লো ডুব্‌লো। সামাল! সামাল। আ, আল্লা! আ আল্লা। (সকলে কোলাহল, নৌকা জল মগ্ন)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য, রামচন্দ্রপুর। নবকৃষ্ণের বাটীর নিকটস্থ খাল।

২ জন জেলে।

২ জেলে। (সঙ্গীত, সিন্ধুখিম—আড়খেমটা।)

নবীন্ প্রেমে মজ্‌লে পড়া আড়লয়ালের চাউনি হেরে।
বুকের ভিৎরি ছিল যে মন্ ফাকি দিয়ে নিলেক্ কেড়ে।
ইচ্ছে সদা সাথে থাকি, নয়ানে নয়ানে রাখি,
অনুক্ষণে তার বাতুলকে তার বেড়াই উঁকি ঝুঁকি মেরে।

যখন প্রেমের বাসাৎ বয়্ তখন বুকে থাকে না ভয়
দিল্ ভরিয়া প্রেম্ মরিয়া বাচতে নারি ছিছু সেড়ে।

১ম। হাই বটে ! হাই চেয়ে দেখ নারাণে, হাই একটা কুমীর খালের ভিৎরিকে ভেসে আসে বটে।

২য়। নারে নরানে, উঠা কুমীর নয় একটা মানষের পারা বোধ হয়। হাই এ দিগেই তো চলে আসে বটে।

১ম। তাইতরে, একটা মেয়ে লক দেখা যায় বটে। লিগ্‌ঘাত না ডুবি হইচে রে।

২য়। হাই। হাই। খাল্ আড়াকে এসে ঠেকলো যেবে চ, চ, যাই ডেঙ্গাকে তুলে ফেলি।

(শৈলজার সংজ্ঞাহীন দেহ উভয়ে উপরে তুলিল)

১ম। হাই নড়েনি চড়েনি যে হে ?

২য়। জল খিয়ে যেন ভস্তিৎ পারা হয়ে গিছে।

১ম। একবার তাপ সেক করে দেখি না কেনে ?

২য়। ঠিক বড় ই নয় রে।

১ম। হাই দাদা ঠাকুর এ দিগে আসে বটে।

(নবকৃষ্ণের প্রবেশ)

নব। কিরে নয়ানে, নারাণে, সিধানুকে কি করিস রে ?

২য়। দাদাঠাকুর, ইধানুকে এস, ইধানকে এস। কাব একটা বিটীছালা জলডুবি হইয়া খাল আড়াকে লেগেছিল হাই মোবা উপরিকে তুলেছি।

নব। (নিকটে আসিয়া) মেয়েছালাটা জমীদার ঘরের পারা দেখা যায় যেরে।

১ম। তুমি একবার নাড়ীটা দেখতে পার ?

২য়। বেঁচে আছে রে বেঁচে আছে। নাকে হাত দিমু নিশ্বাস বইচে।

নব। তবে ধবাধবি কর্য্যা আমার বাকুলকে লিয়ে আয়। আমি প্যাকাপাড়া জ্বালাইগে। (প্রস্থান)

(শৈলজাকে লইয়া জেলেদ্বয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য, রামচন্দ্রপুর, নবরুদ্রের বহির্বাটী।

ঘটকের প্রবেশ।

ঘট। কেনা বেচার ঘটকালির মত ঝকমারি কায আর নেই। একটা বেতে ১৭ বার হাঁটাহাঁটী, আর ১৭ শ মিথ্যে কথা কৈতে হয়। কিন্তু তা জেনেও পেটের দায়ে আমাকে এই কায কত্তে হচ্ছে। তা কৈ? সদরে যে কাকেও দেখতে পাই না। উচ্চৈঃ) ও নবরুদ্র নবরুদ্র, বলি নবরুদ্র ঘরে?

নবরুদ্র। (প্রবেশ করিয়া) আরে কেও? ঘটকঠাকুর যে।

ঘট। একবার খবরাখবরটা নিতে এলাম্।

নব। ভালই করেছ। ঘটকঠাকুর, যদি মেয়েছানা ভাল চাও তবে তেমনি পণ দাও। আমার এক ভাইঝী শান্তিপুর থেকে এসেছে। তার বয়স প্রায় চদ্দ পনর বছর; দেখতে শুনতে বড় পরিপাটী। যদি তেমন যগাড় কত্তে পার, তবে তুমিও দশ টাকা লব্য কত্তে পার্বে। তা, আগে বর কর্ত্তাটা কি রকম শুনি।

ঘট। বরকর্ত্তা ভাল্ড্ মান, দেড় শ দুশ পর্য্যন্ত দিতে পার্বে।

নব। আ রাম। তার কম্ম নয়; দেড়শ, দুশতে এ মেয়ে ছানা পাবেক নাই।

ঘট। নবরুদ্র ত, হলে ভাল লগদে ধন্দের পাবে।

নব। ঘটক ঠাকুর, দেখো দেখি পাঁচশ টাকা তমার সায়ে লিয়ে, তবে বিটীছানা ছাড়ব।

ঘট। ইটী তোমার কি রকম ভাইঝী?

নব। আমার পিসতুতা ভাই লবীন্ ভশ্চাষ্যি ছিল, তারি বিটী আর কি? লবীন্ সেই শান্তিপুরের তরফদারদের আড়তে কর্ম্ম কর্‌তো, সেইখানে পরিবার লিয়ে বশ বিশ বছর বাস কচ্ছিল। গেল কাত্তিক মাসকে মে, তার পরিবার তার দুই ছেলে তেরাত্তির ভিৎরিকে বাজার ভাউর বেরামামে মারা পড়েছে, কেবল ঐ একটী মেয়েছানা বেঁচে আছে, তা ওর তো আর কেও লিজের নাই, কাযে কাযেই তাকে লিয়ে আস্‌তে হয়েছে।

ঘট। তা অত বড় মেয়ে এতদিন বিয়ে হয় নি—

নব। তায়ায় দাঁও মারবার একটা মতলব্ ছিল, তা ঘট লক নাই।

ঘট। আচ্ছা, তবে মেয়েটী দেখাও।

নব। দেখাদেখির কথা কি—যদি বনবে বুঝি ,একবার কেনে, বিশবার দেখাতে পারি, আর তা না হলে এমন ফাল্‌সা দেখানতে লব্য কি? যখন্ বুজব যে তমার কথায় ভবস্তর কত্তে পারি, তখন তুমি দুশ বার দেখতে পার।

ঘট। হ্যা দেখ নবরুদ্র, তুমি যদেয়ের সায়ে যা বল তা সাজে, আমাদেবসঙ্গে অতো কড়েমি কড়ণ্ যুটিয়ে দেবে কে?

নব। তুমি হলে আপনার লক, তমাকে আর দেখাতে কি? তুমি বসো, আমি লিয়ে আস্‌চি।　　(প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া রাজশ্রীর প্রবেশ)

রাম। বলি কেও, ঘটক ঠাকুর যে। তা বলি ভাল আছ?

ঘট। অমনি প্রাণে প্রাণে। তোমার সকল ভাল তো?

বাম। ভাল আমার মাথা আর মুণ্ডু।

ঘট। কেন, কি হয়েছে ?

বাম। আর ঘটক ঠাকুর তমাকে বলবো কি ? মেজো বৌ শুওডী আমার সব্বনাশ কল্লেক।

ঘট। কি রকম ?

বাম। কি রকম তাও ছাই বুজতে পারে নাই ? শুওডী উপরি উপরি চাবৃটে বেটা বিউলেক আর কটা বা বিওয় তা বলতে পারি না। ঘটক ঠাকুর বোঝ দেখি এই চারটা যদি বিটী হতো তা হলে অতি কম আট পণ টাকা ঘরকে আসতো।

ঘট। তা বটে তো। আর তোমার ছোট বৌব কি ছেলে পুলে ?

বাম। এই সবে আট মাসে পড়েছে। তা আমার যে পড়া কপাল তাতে সে বিটী ও হয়ত ঐ পাঁঠা বিওবে।

নবরুদ্র। (শৈলজা সহ প্রবেশ করিয়া) এই দেখ।

আমার নাম কি বাছা ?

কণক কমল।

ঘট তোমার বাপের বাড়ী—

নব। আহা, বাছার চখে জল এসেছে। সবে সেদিন মারা গিয়েছে যাও বাছা তুমি ভিৎরিকে যাও। (শৈলজার প্রস্থান) কেমন দেখলে তো ?

ঘট। মেয়ে [illegible] নয়। কিন্তু একটা খাটী কথা না পেলে—

নব। বা বা [illegible], চারশ টাকার নীচে হবেক নাই।

ঘট। পণ বড়

বাম। ঘটক ঠাকুর, কি কথা বল? ঐ মেয়েছানার পণ চারশ টাকা কি কখনো কেও চড়া বলতে পারেক্? বিটী ছানার এক একটা আঙ্গুলের দর চারশ টাকা।

নব। এই চারশ টাকার চারশ কড়া কম বল্লে বিটী ছাড়্ব নাই। যদি চারশ টাকা পাই ভালই, আর তা না হলে কুলীনে কব্ব।

বাম। দেখ্‌লে ঘটক ঠাকুর, দেখ্‌লে? অমন বুদ্ধির মুখে নুড়া জ্বেলে দি। কথাকে শুভক্ষণে শুভ কথা হচ্চে, না আঁটকুড়া মিন্‌সা কুলীনের অযাত্রা নাম কল্লেক্। এই জন্যেই তো মিন্‌সার হাড়ে অন্ন যোটে নাই, বৌ শুওডীরা কিবল পাঁঠা পয়দা কচ্চে।

ঘট। দেখ নবকৃষ্ণ, এতে যদি কিছু গলদ থাকে তো বল; শেষে যেন জাহান্নমে না যাই।

নব। মহাভারত। ঘটকঠাকুর একি কামারের দকানে ছুঁচ বেচা? ডমার কাছে কি ছকাই পঞ্জাই চলে?

ঘট। যদি গোলযোগ ঘটে তো আগে তোমাকে নিয়েই টানাটানি হবে। বাদুপুরের ভুলু চক্রবর্ত্তীর কি হয়েছিল জান তো?

বাম। কি হইছিল?

ঘট। একটা কোপড়া মেয়ের বিয়ে দিয়ে পাঁচ মাস জেল্ হয়েছিল।

নব। সে ভাব্‌তে ডমার হবেক্ নাই। তুমি একটা লক ঠাঁওরাও।

ঘট। আচ্ছা, আজ তবে আমি য়োকশোধ।

বাম। কবে আস্‌বে?

ঘট। বুধবার লাগাদ বরকর্ত্তা নিয়ে আঁস্‌চি। (প্রস্থান)

বাম। হাই, ঘটকবামন বলে কি ?

নব। হাঁ। তুই ও যেমন! ও ঘটকাটা যে ভ্যাস্‌কা
গাতেই ভয় পায়। কত বায়গায় কত তাবড় তাবড় কাণ্ড
হয়ে যাচ্চে, কে তা টের্ পায় ? সাবধান! কেউ যেন অকে
শৈলজা বলে না ডাকে।

বাম। সে নামে আর কেউ ডাকবেক নাই। আমি
বলে দিয়েছি যে শৈল আমার শাশুড়ীর নাম ছিল, অ নাম
আমাদিগে ধর্‌তে নাই। তমার নাম 'কণককমল' হলো।
মেয়েটাও সেই নামই কবে বঠে।

নব। তা চল্ এখন ভিংরিকে বাই। (উভয়ের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য, রামচন্দ্রপুর। রাধাকৃষ্ণের মন্দির সম্মুখ।

কটিকদাস ও শ্যামীর মা।

কটি। শ্যামার মা, রাধে। রাধে। বল্‌বো কি শ্যামার
মা, মাগী মনে বড় ব্যাভাটা দিয়ে পালিয়েচে।

শ্যামা। টাকা কড়ি, গয়না গেঁটেগুলো তো সকলি
তোমার হাতে এসেচে।

ক। সে মিথ্যে। যা ছিল তা এ ক বছর খেতে:স্বাধ্-
তেই ফুরিয়ে গেছে।

শ্যা। মাগীটের আসলে আক্কেল নেই।

ক। শ্যামার মা, তোকে বল্‌বো কি? সে মাগীর জন্যে
দেশত্যাগী হয়েছি; ধরা পড়বার ভয়ে দশ মাস কাল পথে
পথে ঘুরে বেড়িয়েচি; তারপর এই দেশের কুড় রাজ্যির
দূড় ওঁচা বায়গায় এসে, নাম ভাঁড়িয়ে, ভোল্ ফিরিয়ে,

শিকড় গাড়লুম ওমা। মাগী শেষে কিনা একটা ফচকে ছোড়ার সঙ্গে মুটে আমাকে মজিয়ে চলে গেল। রা ধ, রাধে।

শ্যা। বাওবাজী একটা বনের জানোয়ারকেও পোষ মানান যায় কিন্তু একটা মেয়ে মানুষকে বশে বাধা বড় কঠিন।

ফ। এই ঠেকে শিখলুম আর ঠকচিনি বাবা। যদি তেমন তেমন যোটে ত'বে চন্দ্র সূর্য্যিকেও দেখতে দি চ্ছ না।

শ্যা। যাহোক এখন এ বয়সে তোমার মনটা যে বসে আছে তাই ভাল।

ফ। সে তো তোমারই কৃপায়। তুমি যখন এদিগ ওদিগ সরে পড তখন আমি দশ দিক অঁাধার দেখি।

শ্যা। বাওয়াজী তোমাকে একটা সন্ধান বলে দি না সে তোমার কন্ম নয়।

ফ। রাধে রাধে। শ্যামার মা জন্মে মায়া তোর কেমন স্বভাব তুই গাবের মাস এক চোকলা এক চোকলা কাটিস আর দুধের ছিটে দিস। কে কোথা কি বিত্তান্ত ভেঙ্গে বল তবে তো চেষ্টা চরিত্তির হবে।

শ্যা। নবকৃষ্ণের বাড়ীতে একটি মেয়ে এসেচে, তার কি রকম কুটুম্ব হয় মেয়ে যাকে বলতে হয়।

ফ অঁ্যা, অঁ্যা। কত দিন হলো এসেছে?

শ্যা। এই মাস দুই তিন।

ফ। রাধে, রাধে। শ্যামার মা এত দিন আমাকে বলিসনি কেন? নবকৃষ্ণ যে আমাকে বড় খাতির করে।

শ্যা। তার খাতির।

ফ। তবে ছুঁড়ীটা কেমন একটু প্রকাশ করে বল না শুনি।

শ্যা। যাত্রাওয়ালাদের প্রকাশ না কি ?

ক। তাতেই বা ক্ষেতি কি ? অনেক দিন তোর গান শুনিনি।

শ্যা। তবে শোন। সঙ্গীত খাম্বাজ—একতালা)

কণককলতিকা সে রমণী।

শোভিবে কোন তরুবরে কবে বা কি জানি।

(কাওয়ালি) কিশলয় নিভাধর, কোমল বিটপ কর

মধুর যৌবন ভর কুসুম অনুমানি।

প্রেমের হিল্লোলে দোলে, বহে প্রেম পরিমলে,

প্রেমিকে প্রেম উথলে শশধর আননী।

ক। তবে, শ্যামার মা, তাকে দেখবার কি হবে ?

শ্যা। তার জন্যে আর ভাবনাটা কি ? যখনি প্রাণচ য তখনি দেখতে পার। তার বিয়ের জন্যে যে ঘটক আনা গোনা কচ্চে।

ক। বটে ? তবে কি সে বিয়ের কনে না কি ?

শ্য। ওরা তো বলে, কিন্তু সে মেয়ে ছেলেরঅ'র বয়সী

ক। রাধে রাধে। শ্যামার মা তুই আমাকে আসরে না'মালি যাত্রার অধিকারীই তুই, এরপর যেন তোর্ কেত্তনে মৃদং ভাঙ্গিসনি।

শ্যা। মৃদং তো ভাঙবে না, কিন্তু কেবল বাজনাতেই কি আসর থাকে ? তোমার গাওনার জোর চাই, আবার মৃদঙ্গের বকসিস চাই। তা, আজ তবে আমি চল্লুম্।

ক। শ্যামার মা, তুই হলি আমার মনের মানুষ। তোকে দেখলেও দুদণ্ড প্রাণ খুসী থাকে, কিন্তু তোর এলেই একশবার 'যাই' 'যাই। এলি, দুদণ্ড বোস্, দুটো মনের কথা কই, দুটো নিধু বাবুর টপ্পা গ্লা শুনি।

শ্যা। আর না যাই রাত্রি হয়েছে।

ফ। নির্দেশ একটা গাইতে হবে তা না হলে (সঙ্গীত সুরে) ছাড়তে পারি না তোমায বিধুবদনে।

একলা পেয়েছি আজ নিধু বনে।

শ্যা। দূর হোক গে ছাই। তোমার সঙ্গে পারার যো নেই। আচ্ছা যা হোক একটা গাই।

(সঙ্গীত বেহাগ খাম্বাজ—ঝাপতাল)

বিষম বিরহ দাবানল দেখ অবলার প্রাণ দহিল।

না পারে নিবাতে তায নয়ন সলিল।

নিরাশ পবন বহি অনুক্ষণ হু হু হুতাশনে প্রবল করিল।

ভ্রান্ত মৃগ মন সুখের তপন ভাবিবা কানন নাহিত ছাড়িল

কহলো সজনি কিসে বাচে প্রাণী দেখ না ক্রমশঃ অবশ হইল

তবে আজ চল্লুম।

ফ। আমিও চ তোর সঙ্গে যাই। দোকান ঘুরিয়ে গেছে আনতে হবে বিকেলা একছিলিম ও গাজা না খেতে প য পেট যেন ফুলতে লেগেছে।

শ্যা একটু বেশী মাত্রায় আফিং চড়াওনা কেন?

ফ। বাবা তাও কি হয? গ্যাঞ্জিক্যাক গ যে দেবার মজা কি এতটুকু আ ফঙ্গে পাওয়া যায়? চল।

(উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থদৃশ্য। রামচন্দ্রপুর, নবরুদ্রের বাটী।

শৈলজা।

শৈল। (স্বগত) ভগবান, এ আমাকে কোথায় আনলে? এর চেয়ে আমাকে মেরে ফেল্লে না কেন? বাবা মা কোথা

গেছে ন তাঁদের তো কোন স বাদ জানতে পাল্লুম্ না। আর সংবাদ কি বা জানবো? যখন এতদিন হয়ে গেল তারা আমার তল্লাস কল্লেন্ না তখন কি আর তাঁরা বেঁচে আছেন? যে ভয়ানক নোনা গাং হন হন কচ্চে স্রোত আবার কুমীরে ভরা তাতে কি তাদের বাঁচবার আশা আছে? তবে আমি মলুম না কেন? আমার বড় কঠিন প্রাণ। তাও শুধু নয় মলে তো আমার আর এসকল দুঃখ ভোগ হতো না! কপালে আরো কত দুঃখ আছে আরো কত কষ্ট আছে জানি না সেই জন্যেই মরণ হলো না সেই জন্যেই আমাকে হাঙ্গর কুমীরে ছুলে না একে স্বামীর ভাবনায় আমি অস্থির তা আবার বাপ মাকেও হারালুম—জন্মের মত হারালুম জগদীশ্বর আমি কি পাপ করেচি যে এত কষ্ট পাচ্চি আমার বাপের বাড়ী এখান থেকে কতদূর তা কেও বলে না সে দিন বামন ঠাকুরের পা য় ধরে কাঁদলুম বল্লুম যে আমার বাপের বাড়ী তুমি সঙ্গে করে নিয়ে চল তিনি হবে হবে বলে কাটিয়ে দিলেন আমার বাপের দেশের লোক বলে ৫। ৭ জন লোক এলো তাদের কাকেও তো আমি চিনি না তাদের সঙ্গে একলা যেতে ও তো ভরসা হলো না কার সঙ্গে দেশে যাব? কে আমাকে নিয়ে যাবে? এ দেশ আমার পক্ষে অরণ্য—ভীষণ অরণ্য। একটি আপনার লোক নেই আমার দুঃখে আমার কষ্টে আহা বলবার একটি লোক নেই। এক যমুন কেবল আমার দুঃখে চোকের জল ফেলে তাও সে গোপনে প্রকাশ্যে ফেলতে পারে না পাছে বামনী টের পায় বামনীর ভয়ে আমি পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে কথা কৈতে পারি না তারা ও আমার সঙ্গে কথা কৈতে পারে না। বামনীর বোরাও

পাড়ায় পাড়ায় বেড়াতে যায়, কিন্তু আমি ঘরের বার হলেই আমাকে গাল দেয়। বাপের বাড়ী যাবার কথা বল্লে মাগী বড়ই ব্যাজার হয়; আমি ভয়ে আর তারে সাম্নে সে কথা বলি না। আমি পিঁজরার পাখী বন্দী হয়ে আছি। হে ভগবান্! আমার কি দশা হবে? আমি কি এ যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাব না? (রোদন) আমার মনে যে বেদনা পাচ্ছি শত্রুও যেন এমন বেদনা না পায়। মনের এই কষ্ট, তার ওপর আবার শরীরের কষ্ট! মাটির ভিজে মেজেতে খেজুরের চ্যাটাইর ওপর শুয়ে রাত্রি কাটাই, বালিশ অভাবে খড়ের আটি মাথায় দি; কাপড়ের শ্রী এই!—এসে অবধি তো ধোবার বাড়ী গেল না। একখানি কাপড় পরে এসেছিলুম্ আর ভাগ্যে যমুনা দয়া করে একখানি কাপড় দিয়েছিল, তাই এখনো পরছি। তারপর খাওয়া—যা কখনো অভ্যেস নেই যা, কখনো খাইনি, খিদের দায়ে আমাকে তাই খেতে হচ্চে। পাছে আমার অসুখ হয় এই ভয়ে মা আমাকে কত জিনিস খেতে দিতেন না; এখন আমার কপালে যদি সেই সকল জিনিস্ যোটে তা হলে আমি আদর করে খাই। একটা লঙ্কাপোড়া আর কাঁচা তেঁতুলের ঝোল দিয়ে মানুষের ভাত খাওয়া হয় একথা আমি বিশ্বাস কর্ত্তুম্ না; এখন আমি নিজে সেই কথার প্রমাণ। তার ওপর আবার পরিশ্রম, অনভ্যেস? কখনো ধান সিদ্ধ করিনি, ধান ভানিনি, ঘর উঠোন গোবর দিনি, গোবর নেদি দিনি; এখানে আমাকে সে সব কায্ কর্ত্তে হচ্চে। তা আবার রামমণীর মনের মত না হলে গাল খেতে হয়। জগদীশ্বর! আমার এ কষ্টের অবসান কি হবে না? (রোদন) ওঃ আশার কি কুহক! আশা আমাকে বল্‌চে যে আবার আমি বাপের বাড়ী যাব,

বাপ্ মাকে দেখ্‌ব, স্বামীর নিকটে যাব, তিনি আমাকে আদর কর্ব্বেন্—আমাকে ভাল বাসবেন্! এই আশাতেই লোক বেঁচে থাকে। (বামনীর প্রবেশ)

বাম। হ্যারে কল্লা কনুকি, দাসের স্ত্রীর সাথে যে আমার নিন্দা করে আসিস্ বটে, আমি কি তর্ বাপের লণ পঞ্চাশ ধার করে খিয়েছি?

শৈল। না, খুড়ী মা, আমি তো তোমার কোন নিন্দে করি নি।

বাম। তবে রে মিছকথারি, নিন্দা করিস্ নাই? দাসের স্ত্রী তকে জিগাস্ করেছিল "কি দিয়া ভাত খিয়েছিস" তু তার সাথে বলেছিস্ তেলাকুচা শাক আর উচ্ছা দিয়া পাতাড় হইছিল, আর কিছু হয় নাই।

শৈল। খুড়ী মা, সে দিন আর তো কিছু রান্না হয় নি।

বাম। রসুই হবেক্ কি নাই হবেক্ তুই বল্‌বি কেনে? বামনের ভাত পেটে পড়ে তেলিয়ে উঠেছে দেখি। বলে "কাযে কামে বল নাই আমি দেবতী; আর চেপেচুপে বাড় ভাত বানপ্পোরাতী।" কায্ কর্বার মুরদ নাই, একটা তরকারি হইছিল তাই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গিছে আর কি? তর্ বাপ্ দাদা রজগার করে মকে মাস্ মাস্ টাকা দেয় বটে?

শৈল। খুড়ী মা, আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কচ্চি আমি তোমার কোন নিন্দে করি নি।

বাম। কেনে? তর্ মুখে কি বড় রগ্ ধরেছিল? বল্‌তে পারস্ নাই আড়াবিরির ডাল হয়েছিল, ভলা মাচ চড়চড়ি হইছিল, মুখা দিয়া সঁসা দিয়া তরকারি হইছিল, বড়ি দিয়া বেগন দিয়া মুখীকচ্ দিয়া আমব্ হইছিল!

শৈল। আমার দোষ হয়েছে, আমি বুজতে পারি নি।

বাম। বুঢ়া মেয়ে ছানা তন্ আক্কেল নাই? তকে এক দিন লয়, দশ বিশ দিন বলে দিয়েচি যে তুই তন্ সাবেক নাম লিবি নাই; তুই কেনে সেই নাম লিয়ে পর্চা পাড়িস বঠে?

শৈল। খুড়ী মা, আমার মনে ছিল না।

বাম। ইর বেলা মনে থাকবেক্ কেনে? কাবের কথা যে। দুঁড়ে পাথর দিয়ে ভাত খাবার কথা মনে থাকে? গুও-ডীর বিটী গুওডী আমাকে জ্বালাতন কত্তে এসেছে।

শৈল। হা ভগবান্। (রোদন)

বাম। আমর্। আবার ছিঁচ্‌কাঁদনিয়ার পারা কান্তে শুরু কল্লেক্। (ঠোনা মারিয়া) লে আবাগী, ঝড়া লে, গবর ঘুটা লিয়া আস্‌বি আয়।　　(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য, রামচন্দ্রপুর। নবরুদ্রের বহির্বাটী।

অহীন্দ্র।

অহী। কৈ, কাকেও যে দেখ্‌তে পাই না। বাড়ীতে কেগা? কেও যে উত্তর দেয় না। বাড়ীতে কি লোক নেই? (উচ্চৈঃ) বাড়ীতে কেগা? উঃ। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে।

নেপথ্যে কণককমল। আপনি কেগা?

অহী। আমি যে হই, আমার বড় তৃষ্ণা, আমাকে একটু জল যদি দাও।

নেপথ্যে কণ। দাঁড়ান্, নিয়ে যাচ্ছি।

অহী। উঃ! এমন পরিশ্রম আমার কখনো হয় নি;

যেতেও হবে অনেকটা দূর, একটু বিশ্রাম না কল্লে ত বোধ হয় মারা পড়্‌বো। (উচ্চৈঃ) একটু জল আন্‌চো গা? দাওয়াতে উপবেশন)

ও জল লইয়া কণককমলের প্রবেশ, জল প্রদান করিয়া সলজ্জভাবে এক পার্শ্বে অবস্থান)

অহী। (জলপান করিয়া) আঃ, শরীর যুড়াল! এ বাড়ীটি কার?

কন। (নতমুখে) একটি বামনের।

অহী তাঁর নাম কি?

কন। নবরুদ্র।

অহী। তুমি কি তাঁর মেয়ে?

কন। আজ্ঞে না।

অহী। তিনি বাড়ী আছেন?

কন। আজ্ঞে না, বেরিয়েচেন।

অহী। তাইত। (স্বগত) তমলুক এখান থেকে চ মাইলের ওপর,—আ'ক্ জিরিয়ে রৌদ্র পড়লে যাব। পরিশ্রমতো কম হয় নি, বাইশ মাইল ঘোড়ার পিঠে। (প্রকাশে) এখানে একটু বিশ্রাম কর্ত্তে পারি?

কন। আজ্ঞে, স্বচ্ছন্দে। (জল পাত্র লইয়া প্রস্থান)

অহী। এ ব্রাহ্মণ দেখচি বড় গরিব। মেয়েটির মাথায় সিঁদূর নেই, বয়সও হয়েছে। তবে কি বিধবা? হবে। যমের কাছে উচিত অনুচিত বিচার নেই, দুঃখিনী জননীর অঞ্চলের নি ধি একমাত্র পুত্র কেড়ে নেয়, অনন্যো পায় সুকুমার শিশুর পিতার প্রাণ নাশ করে, তরুণবয়স্কা বালিকার একমাত্র আশ্রয়—তার জীবনদিবসের একমাত্র সহস্রকিরণ—স্বামীরত্ন হতে তাকে বঞ্চিত করে। এই

বালিকা বয়সে বৈধব্য ! উঃ কি ভয়ানক ! তাতে আবার এই সৌন্দর্য্য—এই লাবণ্য !

(কনককমল একখানি কম্বল ও পাখা আনিল)

অহী। আবার কম্বল কেন ? আমি বেশ বসেছি।

কন। না মশায়, আপনার কষ্ট হচ্ছে। (কম্বল দান)

অহী। (কম্বল বিছাইয়া উপবেশন)

কন। (কম্বলের উপর পাখা রাখিয়া প্রস্থান)

অহী। এই সরলা স্নেহপ্রতিমা চিরজীবন অনন্ত দুঃখে নিমগ্ন। জগদীশ্বরের একটি সৃষ্টি—একটি সুন্দর সৃষ্টি—একটি মনোহর ফুল ! মহাকবি গ্রে কি হিন্দু বালবিধবার অবস্থা দৃষ্টি করেছিলেন্ ? তাতেই কি তাঁর কলম থেকে বেরিয়েচে—

"Full many a flower is born to blush unseen,

And waste its fragrance on the desert air ?"

জগতে কোন্ ব্যক্তি এ সুধাময় মূর্ত্তির প্রশংসা করে ? অথবা মানবহৃদয় ভীষণ পাপচিন্তায় পরিপূর্ণ। কে সাহস করে বল্‌তে পারে—উঃ। মনে কল্লেও হৃদয় ব্যথিত হয়—কে বল্‌তে পারে যে এই সরলা নবীনা বালার জীবন ভাগীরথী-স্রোতের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র থাক্‌বে ? (নবরুদ্রের প্রবেশ)

নব। আ সর্ব্বনাশ ! হাই জামাজড়া পরে বসে লকটা কে ?° ডিপুটি বাবুর পারা ধরণধানা। জীঅল পাছকে দেখ্‌মু খঁড়া বাঁধা রইছে। তা, ডিপুটি বাবু বা আমার ঘরকে আসবেক্ কেনে ? হয়তো কন্ আপনা রাষ্ট করে দিয়েছে। (সভয়ে) আপুনি কেথা ?

অহী। আমার নাম অহীন্দ্রভূষণ দে।

নব। আপনার কি কর্ম্ম করা হয় ?

অহী। আমি এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।

নব। হুজুর, গরিবের ঘরকে পদার্পণ—

অহী। প্রাতঃকালে জরীপ কত্তে বেরিয়েছিলুম্ ঘোড়ার উপরে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে, তারপর এখন আবার আট মাইল ঘোড়ার উপরে আস্‌চি, কিছু ক্লান্ত হয়েছি সেই জন্যেই এখানে বিশ্রাম কচ্চি। আপনার নাম নবকৃষ্ণ?

নব। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! হাই, এ কি গয়েন্দা নাকি? আমার নাম জানলেক কি করে? (প্রকাশে) আজ্ঞে আজ্ঞে আপুনি তামুকখান্ কি?

অহী। না।

নব। আজ্ঞে, আমার নাম নবকৃষ্ণ হুজুরকে বল্লেক কে

অহী। আপনারই বাড়ীর একটি বিধবা মেয়ের মুখে শুনেছি।

নব। বিধবা মেয়ে ওহো আমার ভাইঝী। হুজুর আজও তার বিয়া হয় নাই।

অহী। অত বড় মেয়ে আজও তাঁর বিয়ে হয় নি এর কারণ কি?

নব। মনের মত বর মিলেক নাই। হুজুরের থাকা হয় কথাকে?

অহী। তমলুকে।

নব। যাওয়া হইছিল কথাকে?

অহী। বংশীপুর।

নব। ওঃ সে এখান হতে জলখাবার পথ।

অহী। প্রতিদিনই তমলুক থেকে বংশীপুর যেতে হয়, আবার তমলুকে আসতে হয়।

নব। তবেতো হজুরের বড়ডি কেলেশ। তায় আবার আটে কাঠে দড় তো বঁড়ার পিঠে চড়।

অহী। যে কদিন কায হয়, দুপর বেলা আপনার সদরে বিশ্রাম কল্লে আপনার কোন অসুবিধা হবে কি ?

নব। রাম! রাম! হজুর, রুদ্দুরের দিনকে লকে মানুষের জলছত্র দেয়; গরুর জলছত্র দেয়; বড় লকে ছলা বাতাসা দেয়; আপুনি বিশিষ্ট সন্তান আমার ঘরকে জিরান্ কর্বেন্, হাই ! ইতো আমার গুষ্টীর ভাগ্যি। রাম! রাম!

অহী। আচ্ছা, আজ তবে আমি আসি। (গাত্রোত্থান)

নব। কেনে বাবু, এখনি যাবেন্ কেনে? শরীলটা ঠাণ্ডী হবেক্ নাই ?

অহী। আমার শ্রান্তি দূর হয়েছে। বিশেষ পথে একটু প্রয়োজন আছে, তা না হলে আরও কিছুক্ষণ থাকতুম্।

(প্রস্থান ও দ্বারের অন্তরাল হইতে ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

বামনী। বলি, অ মিন্সা কে ?

নব। অ ইঞ্জিরি বাবু, বড় লক্। অর সঙ্গে জানা শুনা থাকলে বস্‌কিস্ দিতে পারে।

বাম। সব্বরক্কে! ভয়েই আমার পরাণ শুকায়ে গেছিল, মিন্সা এসে "জল জল" করে বর্ঠে। আমি মনে কর্‌ পেয়াদা এসেছে ক্যাছারী না ধরে নিয়ে যায়; ভয়ে বেরুতে পার্‌ না, ছুঁড়ীটাকে দিয়ে জল পাঠায়্।

নব। আমার ও ভয় লেগেছিল; তা খুব সামলে নিয়েচি। দেখলু লকটা কথায় বাত্রায় নিন্দায় লয়। কাল দুপরকে আবার আমাদের সদরকে আস্‌বেক্।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য, তমলুক, অহীন্দ্রের বাসা।

অহীন্দ্র ও কণ্ট্রাক্টর।

কণ্ট্রা। সর্ভে কত্তে আপনার আর কতদিন লাগবে?

অহী। প্রায় শেষই হয়েছে। কাল গেলেই সারা হয়।

কণ্ট্রা। তা হলে এ কদিন তো বড় কষ্ট যাচ্চে।

অহী। এমন কি কষ্ট। তবে প্রথম দু তিন দিন বড় ক্লেশ পেয়েছিলুম। তারপর এখন রামচন্দ্রপুরের এক বামনের বাড়ীতে দুপর বেলা বিশ্রাম করি; অপরাহ্নে তমলুকে আসি।

কণ্ট্রা। ও গ্রামে তো ঐ একঘর বামন আছে, নবরুদ্র।

অহী। তুমি তাকে জান?

ক। আজ্ঞে হাঁ, বেশ জানি। আমাদের গাঁর হরিশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তার বনের বিয়ে হয়েচে, তার বাড়ীতে ক বার গিয়েওচি।

অহী। তা হলে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার একটি অবিবাহিত ভাইঝী আছে, জান?

ক। সে কথাতো বলতে পারমূ না। আমি তো কৈ কখনো দেখিনি। কেন? বলুন দেখি।

অহী। আমার মনে একটা সন্দেহ হয়েছে; তোমাকে সকল কথা ভেঙ্গে বলি; কিন্তু ভাই কারো সাক্ষাতে প্রকাশ করো না।

ক। মহাভাবত! আপনি যখন নিষেধ কচ্চেন্ তখন অন্যকে কেন বল্‌বো?

অহী। যেদিন আমি নবরুদ্রের বাড়ীতে প্রথম গেলুম, সেদিন সেই মেয়েটী আমাকে জল এনে দিলে, বসবার জন্যে কম্বল, পাখা এনে দিলে। আমি মেয়েটীকে দেখে অনুমান

কন্যা ম বিধবা। কিছুক্ষণ পরেই নবরুদ্র এলো সে বল্লে এখনো পাত্র পায় নি বলে তার বিয়ে দেয় নি।

ক। মেয়েটীর বয়স কত ?

অ। ১৪।১৫ বৎসর হবে।

ক। নবরুদ্রতো মেয়ে বেচা বামন। গর্ভ সঞ্চার হলে সে দাদন নেয় তার ভাইঝীর এতদিন বিয়ে হয় নি এতো একপ্রকার অসম্ভব। আচ্ছা মেয়েটী দেখতে শুনতে কেমন ?

অ। তোমাদের দেশে তেমন সুশ্রী মেয়ে আমি দেখিনি। তা ছাড়া তার কথা গুলি এমনি মিষ্টি, স্বভাবটি এমনি নরম যে যে তার সঙ্গে একবার কথা বার্ত্তা করেছে সে তাকে ভুলতে পারে না।

ক। আপনার এই প্রশংসা শুনে আমার কেমন কেমন লাগ চে। ভাল তারপর যে কদিন গিয়েছেন সে কদিন—

অ। প্রায় প্রতিদিনই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

ক। তাতে কি রকম বোঝেন ?

অ। সে আমাকে বড় যত্ন করে।

ক। তাইতো। গতিক বড় ভাল বোধ হচ্চে না। নব রুদ্র আপনার কাছ থেকে কিছু মারবার চেষ্টায় আছে। খুব সাবধান।

অ। তুমি কি বোধ কর নবরুদ্র তাকে ঐ রকম শিখিয়ে দিয়েছে ?

ক। আজ্ঞে, তা নয়তো কি ? স বিষম বাঁদু।

অ। তা ঠিক বলতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তার কায গুলি স্বাভাবিক।

ক। মেয়েটীর নাম কি জানেন ?

অ। বেশ নামটি, কনককমল।

ক। আচ্ছা, আমি এর সন্ধান নিচ্চি। নবরুদ্র যদি আপনাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা কচ্চে বুঝতে পারি তা হলে তাকে আচ্ছারকম জব্দ কবো। ভাল আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার কাছে ভাঁড়াবেন না আমার দিব্যি। আপনি তাকে ভাল বাসেন?

অ। দেখ আমার স্ত্রীর যেরূপ মুখের আদল ছিল কনককমলেরও ঠিক সেইরূপ। সেই জন্যে আর তার স্বভাবটি বড় ভাল বলে তার ওপর আমার কেমন একটু স্নেহ জন্মেচে।

ক। তাইতো। আপনিও একটু ঘনিষ্ঠতা বাঁধিয়েছেন পাবাপাকি না হতে হতে ছুটো ছুঁটাই হওয়া ভাল।

অ। কিন্তু যদি কনককমল আমাকে আন্তরিক ভাল বাসে, তা হলে তুমি আমাকে কি কত্তে বল?

ক তা হলেও আপনার ক্ষান্ত হওয়া উচিত। কনক কমল বামনের মেয়ে তাকে কিছু আপনি বিয়ে কত্তে পাবেন না। তবে এ পাপ বাবে মন কেন

অ। মহাভারত। যদি পবিত্র প্রণয়ের অনুরোধে কনক কমলকে বিয়ে কত্তে পারি তবেই—

ক। তার সঙ্গে বিয়ের আশা নিতান্ত অসম্ভব। নব রুদ্র মেয়ে বেচে, বামনকেই বেচে অপর জাতকে দিতে পারে না আর আপনিই বা কায়স্থ হয়ে বামনের কন্যা কে গ্রহণ কব্বেন কি করে?

অ। যদি ব্রাহ্ম মতে বিবাহ হয় তা হলে তো হতে পারে।

ক। তা হতে পারে। কিন্তু নবরুদ্র তাতে কি রাজী হবে?

অ। তুমি নবকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তার ভাব গতিক বুঝে এস। তারপর যেমন বোঝা যাবে তেমনি করা যাবে। এখন বৃথা ভাবনার দরকার নেই।

ক। ভাল কথা। তার হাইটেই বোঝা যাক না তার পর 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।

অহী। কিন্তু দেখো, আমি যে তোমাকে পাঠাচ্চি এ কথা নবকৃষ্ণ যেন কোন রকমে না জানতে পারে।

ক। হাঁ মশায়। তা কি জানতে দি?

অহী। তা হলে তুমি কবে নবকৃষ্ণের বাড়ীতে যাচ্চ?

ক। কাল যদি না পারি, তবে পরশু নিশ্চয় যাচ্চি এখন তবে চল্লুম্ রাত্রি হয়েচে।

অহী। আচ্ছা, আমিও শুইগে।

(দুদিগে দুজনের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য রামচন্দ্রপুর, যমুনার পিতৃগৃহ।

যমুনা ও কনককমল।

যমুনা। কেন বোন্? অমন কচ্চো কেন? কি বল না।

কন। যমুনা দিদি, তুমি যদি আমাকে রক্ষা কর। (যমুনার হস্তধারণ।)

যমু। কি হয়েছে, আগে আমাকে ভেঙ্গে বল তো। পেটের ভেতরে কথা থাক লে আমি কেমন করে বুজবো?

কন। তুমি বোধ হয় দেখেছ, কদিন দুপর বেলা একটি বাবু জামাজোড়া পরা আমাদের সদরে এসে বসে থাকতেন

যমু। হাঁ দেখেছি। তা, তাঁর কি হয়েছে?

ক। তিনি আমাব স্বামী।

ধ। তিনি তোমাব স্বামী? আমি তো তোমার কথা তাব ভাল বুজতে পাচ্চি না।

ক। আমি তোমাব কাছে আমার স্বামীর কথা বলে ছিলুম মনে নেই?

ধ। তা আছে বৈ কি। তা, সেই তিনিই কি ইনি?

ক। হাঁ দিদি। সেই তিনি, কোন সন্দেহ নেই।

ধ। তুমি কি চেহারা দেখে ঠিক কল্লে? এক জন মানুষ যদি আব একজনের মতই হয়।

ক। তা নয় দিদি, তা নয়। তাঁর নাম, তাঁব বাড়ী তাঁব বাপের নাম, সমস্ত পবিচয় পেয়েছি।

ধ। কি বকমে?

ক। আজ চাবদিন হলো সেই শেষ দিন,—তাব পর তিনি আর এ দিগে আসেন নি—সেই দিন বামন ঠাকুর দাকে জিজ্ঞাসা কবায় তিনি সকল পবিচয় দিয়েছেন্।

ধ। হে মা দুর্গা। এতদিনেব পবে দুখিনীর উপরে তোমাব দয়া হয়েছে মা। তাবপব তিনি জান্‌তে পেবেচেন যে তুমি তাব স্ত্রী?

ক। তা তিনি জানতে পাবেন্ নি।

ধ। সে কি? তুমি তার কাছে বলনি কেন?

ক। কেমন করে বল্ বা দিদি? যে দিন তাব পরিচয় পেলুম্ সেই দিন থেকে আর তাঁর দেখা পাই নি।

ধ। সেই দিন তখনি তাঁকে বল্লে না কেন?

ক। সেখানে বামন ঠাকুব বসেছিলেন, আমি লজ্জায় ভয়ে, বিস্ময়ে, আহ্লাদে কেমন হতজ্ঞান হলুম। তিনি চলে গেলে মনে কল্লুম তার পরদিন যখন আসবেন্ সেই সময়

সকল দুঃখের কথা তাঁকে বল্‌বো। আমার পোড়া কপালে তিনি আর এলেন না।

য। হায়! হায়! হায়! এমন সুযোগ ও ছাড়তে হয়?

ক। যমুনাদিদি, তারপর আজ এই চারদিন! আর আমি এ ক্লেশ সহ্য কত্তে পারিনা। আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি, জেগেও স্বপ্ন দেখছি। একবার মনে করি বৃথা আশার কুহকে পড়ে অভাবনীয় চিন্তা কচ্চি, আবার মনে করি তাতো নয়, আমার কাণকে অবিশ্বাস কর্‌বার তো কোন কারণ নেই আমি স্পষ্ট তাঁর পরিচয় শুনেছি। তিনিই আমার স্বামী। তিনি তমলুকে থাকেন শুনেচি। তমলুক কোথা কোনদিগে কতদূর কিছুই জানি না পথ চিনিনা, একলাই বা যাব কি করে?

য। তাল, একথা তুমি আর কাকেও বলনিতো?

ক। না দিদি, আর কাকেও না, এই আজ তোমাকে যা বল্লুম্।

য। সাবধান! একথা যেন আর কেউ না জানতে পারে। কোন রকমে বামনীর কাণে উঠ্‌লে মাগী বড় কষ্ট দেবে।

ক। যমুনা দিদি, আমি যে আর সহ্য কত্তে পারিনা। আমার বুকের ভিতরে কি যে কচ্চে তা যদি দেখাতে পাত্তম তবেই তুমি জানতে পাত্তে। দিদি তাঁর কোন ব্যাম স্যাম বা হলো। তা নাহলে তিনি আর আসেন না কেন?

য। বালাই! ব্যামো হবে কেন? বোধ হয়, কাযের ভিড়ে আসতে পারেন্ নি। তা এখন কাকে তাঁর কাছে পাঠাই? এমন এক জন লোক চাই যে গুচিয়ে গাছিয়ে বল্‌তে পারে, বিশ্বাসী ও বটে। যদি তুমি কাল্ আমাকে বল্‌তে তা হলে আর এত ভাব্‌তে হতোনা।

ক। কেন?

য। আমাদের হরের মা আজ সকালে কুটুম্বিতের গেছে। যদি কাল জানতে পাত্তুম্ তা হলে তাকে আজি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতুম। না, সে না হলে আর কাকেও বিশ্বাস হয় না। হরের মা আসতে দিন চার বিলম্ব হবে। সে এলেই আমি তাকে বলে কয়ে পাঠিয়ে দেব। আর যদি তোমার স্বামী এরমধ্যে আসেন্ তবে আর পাঠাবার দরকার ও হবে না।

ক। পোড়া কপালীর কপালে কি সুখ আছে? ভগবান সে দিন কি দেবেন? যমুনা দিদি আমার একটি বড় ভয় আছে।

য। কি ভয় বোন্?

ক। আমি তাঁর স্ত্রী জানতে পেরেও আমার শ্বশুর পাছে রাগ করেন্ এই ভয়ে যদি তিনি আমাকে না নেন।

য। তোমার এই অবস্থা শুনলে তোমার শ্বশুর যতই কেন নির্দয় হোন্ না তোমাকে ঘরে না নিয়ে গিয়ে থাকতে পার্বেন্ না। হাজার হোক তিনি মানুষতো বটে।

ক। হা ভগবান। মা গেলেন্, বাপ গেলেন্, সেই সঙ্গে আমি গেলুম্ না—আমি ভেসে ভেসে মরে বাঁচলুম্। পোড়া কুমীরেও আমাকে খেলেনা। (রোদন)

য। বালাই! কান্না কেন? স্থির হও। (নেপথ্যে বস্ত্রনীর শব্দ) আমাদের কমলী বষ্টুমী আস্‌ছে।

ক। যমুনা দিদি আমি শুনেছি, বষ্টুমীরা অনেক দেশে যায় আসে। ও যদি তাঁর খবর বলতে পারে। তুমি এক বার ওকে ডাক।

যমু। তুই কেমন পাগ্‌লী! [illegible] একবার

তমলুকেই গিয়েছে ; তাতে তোর সোয়ামীকেই বা চিনবে কি করে ? তার সংবাদই বা বলবে কি করে ?

কন। একবার ডেকে জিজ্ঞেস্ কত্তে দোষ কি ?

যমু। আচ্ছা আমি ডাক্‌চি। (উচ্চৈঃ) ও গো বষ্টুমি, এ দিগে এসত গা।

বৈষ্ণবী। (প্রবেশ করিয়া সঙ্গীত, ঝিঁঝিট)

(ঠুংরি) পিও হরি নাম সুধা পিও পিও রে।
পিও মেরী রসনা পিও পিও রে।
পরম পুরুষ পদহুঁ শরণ লিও লিওরে।
ভবযাতনা রবেনা রবেনা পুনু ভব মাঝে কভু না আওয়েরে।
(একতালা) নাম পীযুষ করহুঁ পান লভহুঁ ভকত স্মরণধাম
তুঁহু বিনাশব সেই নাম জীও জীওবে॥

জয় রাধে কৃষ্ণ।

য। বষ্টুমী, তোমাকে অনেক দিন দেখ্‌তে পাইনি। কোথায় গিয়েছিলে না কি ?

বৈষ্ণ। পাপ মুখে আর বলবো কি করে ?

য। তবু বলনা শুনি।

বৈষ্ণ। শ্রীবৃন্দাবন।

য। সেখানে কি দেখ্‌লে ?

বৈ। দেখ্‌লাম—(সঙ্গীত কীর্ত্তন, সুরট মিশ্র)

(একতালা) যমুনা-পুলিনে শোভে হরিধাম বৃন্দাবন।
হে গোবিন্দ গোপীনাথ আর মদনমোহন।
নিকুঞ্জ- কাননে রাধা শ্যাম-সোহাগিনী,
বিজনে বসিয়া বালা বিষমমানিনী,
মধুর চন্দ্রমা হাসে মধুর যামিনী,
মত্তশিখে ন্যাচিছে পরশে চরণ।

(ঠুংরী) কিবা গভীর রজনী মুরলীর ধ্বনি,
প্রেম আশে বঁধুপাশে চলিল রমণী,
প্রেমের আবেশে গলে প্রেমময়ী পড়ে ঢলে,
হৃদে তারে লয় তুলে রাধিকারমণ।
(একতালা) আহা ধন্য ধন্য দুটি ভাই রূপ সনাতন।
প্রকাশিলে ধরাতলে শান্তিনিকেতন

যমু। বষ্টুমি, তুমি কখনো তমলুকে গিয়েছিলে ?

বৈষ্ণ। না মা, তোমাদেরি পাঁচ জনের দোরে ভিক্ষে সিক্ষে করি, অত দূর যেতে সাহস হয়না।

যমু। দেখ্‌লি বোন? যা বলেছিলুম্ তা মিল্‌লো তো ?

বৈ। দেখ মা, আজ নতুন গান গাইলুম। আজ আমাকে একখানি কাপড় ভিক্ষে দিতে হবে।

যমু। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে এস।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, তমলুক, অহীন্দ্রের বাসা।

অহীন্দ্র ও কণ্ট্রাকৃটর।

কণ্ট্রা। আমি তো যথায়, তার বাড়ীতে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেসা কল্লুম্ "বিয়ের উপযুক্ত কোন ডাগর মেয়ে ঘরে আছে কিনা।" তাতে সে বল্লে "বোজবরের যুগ্যি মেয়ে আছে। কিন্তু পণ খরচা বেশী পড়্‌বে। পাঁচশ টাকার কমে হচ্চে না।"

অহী। তারপর ?

কণ্ট্রা। তারপর আমি মেয়েটী দেখ্‌তে চাইলুম্। তাতে প্রথমে রাজি হলো না। তারপর ... তিন যাত্রা বলাতে

মেয়েটীকে এনে আমাকে দেখিয়ে মেয়েটীকে জিজ্ঞেসা কল্লে ' কনককমল, ইনি কি তোমার বাপের দেশের লোক ?" মেয়েটী একবার আমার দিগে চেয়ে বল্লে 'আমি চিনি না' ।

অহী। নবরুদ্রের এ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য কি ?

কৰ্ত্তা। কে জানে মশায় ? আমি তো কিছু বুজতে পাল্লুম না। তারপর মেয়েটী বাড়ীর ভিতর গেলে

অহী। দেখ্‌লে কেমন ?

কৰ্ত্তা। হাঁ, সুন্দরী বটে। মেয়েটী বাড়ীর ভিতর গেলে আমি নবরুদ্রকে বল্লুম "পাঁচশ টাকা পণ দিয়ে তোমার ভাই-ঝীকে বিয়ে করে এমন বামন মেদিনীপুর জেলায় দেখতে পাই না। তবে তুমি যদি এক কায কর, তো শ তিন টাকা পেতে পার।" নবরুদ্র বল্লে "কি কায ?" আমি বল্লুম "যদি কোন কায়স্থের ছেলে তোমার ভাইঝীকে ব্রাহ্মমতে বিয়ে কত্তে চায়, তা হলে দিতে পার কি না ?"

অহী। সে কি বল্লে ?

কৰ্ত্তা। সে রাজি হলো না, বল্লে "তা হলে কোন বামনে আর আমার ঘরে বিয়ে কর্বে না। এক দিনের জন্যে কি চিরকালের ভাত ভিত্তিটে নষ্ট কর্বো ?"

অহী। তবে কি তুমি কোন উপায় কত্তে পাল্লে না ?

কৰ্ত্তা। শুনুন না, অত ব্যস্ত হচ্চেন্ কেন ? আমি তার ভাবগতিক বুঝে জিজ্ঞেসা কল্লুম ' যদি ঐসই কায়স্থের ছেলে তোমার ভাইঝীকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে অপর যায়গায় বিয়ে করে তাতে তোমার কোন আপত্তি আছে ?"

অহী। তাতে কি বল্লে ?

কৰ্ত্তা। প্রথমে কিছু দোকানদারি করে, বল্লে "তা পারি বৈ ; লোকে জান্‌তে পাল্লে কলঙ্ক রট্‌বে। তা আ

হলে, এমন কিছু বিশেষ আপত্তি নেই।" আবার জিজ্ঞাসা করলে 'যে বিয়ে করবে তার বাড়ী এখানে না ভিন্ন দেশে? আমাকে সকল দিক বজায় রাখতে হব। তোমার অনুরোধই বা এড়াই কি করে? তারপর যখন শুনলে যে, যে বিয়ে করবে তার বাড়ী অন্যদেশে তখন বল্লে " তা যাতে ভাল হয় তুমি কর।'

অহী। তা হলে সে মেয়ে ছেড়ে দিতে চায়, কিন্তু বিবাহে লিপ্ত থাকতে চায় না।

ক। আজ্ঞে হাঁ সেইটেই তার মনোগত ইচ্ছা।

অ। কিন্তু সেতো একটা বিষম গোলের কথা।

ক। কি গোল?

অ। এরপর তো বলতে পারে আমি মেয়ে চুরি করে এনেচি।

ক। মহাভাবত। এও কি সম্ভব? ভাল যে রকম আপনার ইচ্ছা সেই রকম পাকাপাকি করে নেবেন্।

অ। কি আশ্চর্য্য। আমাকে কিনে বিয়ে কত্তে হলো।

ক। মশায়। আপনাদের জেতে আশ্চর্য্য বটে। লোকে কথায় বলে ' বক্তার স্ত্রী মরে আর কমবক্তার ঘোড়া মরে। ' সে প্রবাদের প্রথম অংশটা আপনাদের জাত দেখেই উঠেছে। কেবল আপনার পক্ষেই বিপরীত ফললো।

অ। ভাল করে মেয়েটাকে আনবে বল দেখি।

ক। আপনি যেদিন বল বন। কিন্তু একটা কথা হচ্চে, এমাসে বিবাহের লগ্ন নাই।

অ। ব্রাহ্মমতে বিবাহ করবো, তাতে আবার লগ্ন অলগ্ন কি? সমাজের সভ্যদিগে জানাবো, আচার্য্যের মত গ্রহণ কর্বো, দিন স্থির করে পরম পিতার উপাসনা করে।

জগদীশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে স্ত্রীপুরুষে দাম্পত্য পাশে বদ্ধ হব।
বস, তাহলেই হলো।

ক। তবে আপনি কবে আনতে বলেন?

অ। কাল আমি, ডেপুটী বাবু, হেডমাষ্টার বাবু, আর আমাদের আচার্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করে, পরশু তোমাকে বলবো।

ক। বেশ্। আপনি যে দিন বলবেন্ তারপর দিনই এখানে আনা যাবে।

অহী। এখানে আনা—বিবাহের পূর্ব্বে এ বাসায় আনা হবে না। বিবাহ পর্য্যন্ত ডেপুটী বাবুর বাসায় রাখতে হবে। তাঁর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে থাকবে। তারপর বিয়ে হযে গেলে এই বাসায় আনবো।

ক। মশায়, রাগ্ কর্বেন একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্চি কি, আপনার পিতা এ বিয়েতে সম্মত হবেন?

অহী। তিনি? মনেও করে'না, বর' আমার উপবে বিলক্ষণ চট বেন্।

ক। তা হলে এ কায টা করা—

অ। দেখ আমি নাচার। আমি যে দু এক দিন আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়েছিলুম্, তাতেই আমি বুঝ্তে পেরে ছিলুম্ যে সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তা হতে আমি সুখী হতুম্, তাকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসতুম্। সে যদি বেঁচে থাক্তো তা হলে কি আমি এই বিয়ের কথা মুখে আনতুম্? আমি বাবার ভুলে যথেষ্ট সহ্য করেচি। আমি নিরপরাধিনী ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিচি, শুধু পরিত্যাগ করা নয়, পবিত্যাগ করে তার মৃত্যুর কারণ হইচি। বাবা আমার দ্বিতীয় সম্বন্ধ স্থির করেচেন, কেবল আমার সম্মতির অপেক্ষা। কিন্তু আমি সে

মেয়ে বিবাহ কর্বো না। তোমার সাক্ষাতে আমার মনের কথা ভেঙ্গে বলচি কি চক্ষে যে আমি কনককমলকে দেখিছি কিছুই বলতে পারি না। তাকে দেখা অবধি কি জন্যে কিছু ঠিক কত্তে পারি না আমার মন কেমন অস্থির হয়েছে। আজ ৪ দিন হলো বংশীপুরের কায শয হয়ে গেছে সে দিগে যাবার আমার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু মন যাবার জন্যে—তাকে দেখবার জন্যে এমন ব্যাকুল যে কাল আমি অন্যমনস্ক হয়ে সেই পথে প্রায় আধ ক্রোশ চলে গিচলুম। পথে মুন্সিফ বাবুর চাপরাসীর সঙ্গে দেখা হলো সে আমাকে নমস্কার করাতে আমার চটকা ভেঙ্গে গেল তখন জ্ঞান হলো কি কচ্চি কোথা যাচ্চি। সেইখান থেকে ফিরে এলুম্। মনে করি যে তার বিষয় ভাববো না কিন্তু কেমন কোথা থেকে সেই ভাবনা এসে যোটে কিছুই বলতে পারি না। মন আমার এমনি চঞ্চল হয়েছে যে আমার কাযের ক্ষতি হচ্চে।

কৰ্ত্তা। মশায় আপনার যে রকম অবস্থা দেখচি তাতে সে মেয়েটীর সঙ্গে আপনার বিয়ে না হলে আপনার মন সুস্থির হবে বলে বোধ হয় না।

অহী। আমি ও সেই জন্য কিছু তাড়াতাড়ি কচ্চি।

রসিক। (পত্র হস্তে প্রবেশ করিয়া) বড়বাবু, ডাক ওয়ালা এই চিটি খানটা দিয়ে গেছে।

অহী। (পত্র লইয়া) বাড়ীর চিটি দেখতে পাচ্চি আমার মেজোভায়ের হাতের লেখা। (খুলিয়া মনে মনে পাঠ) কি সর্ব্বনাশ। এখন করি কি?

কৰ্ত্তা। কেন মশায়? কি হয়েছে?

অহী। এই পড়ে দেখ। (পত্র প্রদান) চেঁচিয়ে পড়, আমি ও শুনি।

ক। "খিদিরপুর ২৭ মার্চ ১৮৭৮।" কাদামহাশর বিগত ২০ মার্চ তারিখে পিতাঠাকুর বাতশ্লেষ্মজ্বরে আক্রান্ত হন এবং সেই জ্বর ২৫এ তারিখে বিকারে পরিণত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ডাক্তার অঘোর বাবু প্রথমাবধি চিকিৎসা করিতেছেন, তিনি প্রত্যহ দুইবার আ সেন্। এতদ্ভিন্ন ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গৌরীনাথ সেনকেও প্রতিদিন একবার করিয়া আনা যাইতেছে। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, গত কল্য ও অদ্য এই দুই দিবসের মধ্যে ৪ ঘণ্টা কাল মাত্র তাঁহার চৈতন্য ছিল। অঘোর বাবু বলেন যে এযাত্রা রক্ষা পাওয়া সংশয়। আপনি যদি বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান তবে পত্রপাঠমাত্র এবাটীতে রহনা হইবেন। ইতি।

অহী। এখন উপায়?

ক। ওভসিয়রদিগে কাযকর্ম বলে দিয়ে রিপোর্ট করে চলে যান্।

অহী। মেদিনীপুরের ষ্টীমার কাল কখন কাঁটাপুকুরে আসবে বলতে পার?

ক। আন্দাজ বেলা আটটা সাড়ে আটটার সময়।

অ। তবেই তো! বেলা ৮টার মধ্যে কি কোন নৌকো কাঁটাপুকুরের লক্‌গেটে তুলে দিতে পাবে ?

ক। স্বচ্ছন্দে পাবে আজ শেষ রাত্রে জোর ২ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই কাঁটাপুকুরে পৌঁছতে পাবেন। আমি নবীন মাঝীকে বলে করে দিচ্ছি, সে শেষ রাত্রিতে এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে।

অ। রসিক, তবে তুমি বাবুর সঙ্গে যাও। আমি একটা রিপোর্ট লিখিগে।

(একদিগে কণ্ট্রাক্টর ও রসিকের, অপর দিগে অহীন্দ্রের, প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, রামচন্দ্রপুর। নবরুদ্রের বহির্বাটী।

ফটিকদাস ও শ্যামার মা।

ফটি। শ্যামার মা, মিন্সে কখন আসবে কিছু জানলি ?

শ্যা মা। এখনি আসবে।

ফ। তবে এই সময়ে মেয়েটাকে একবার বাইরে নিয়ে আয় না, রূকমখানা দেখা যাক্।

শ্যা মা। একবার তো দেখেছো, আবার চিরকালই দেখবে, এত উতলা কেন ?

ফ। সে দিনের যে দেখা তাকে আর দেখা বলে না শ্যামার মা দুটো কথা না কৈলে ভাবগতিক বোঝা যায় না।

শ্যা মা এখনও যদি তোমার ভাবগতিক বোঝবার অপিক্ষে থাকে তা হলে বল আমি আর এর ভেতর থাকতে চাই না।

ফ। রাধে! রাধে। একি শ্যামার মা ? গাছে তুলে দিয়ে মৈ কেড়ে নেওয়া। তুই হলি মূলাধার, তুই বাগলে আমি দাঁড়াই কোথা ? (হাত যোড় করিয়া) রাই ধন্যং রঘু ধন্যং ত্যজ মান মানিনি লো যামিনী যে যায়।

শ্যা মা। ন্যাও, এখন ন্যাকামো রেখে দাও। ঐ দেখ মিন্সে আসচে। (নবরুদ্রের প্রবেশ)

শ্যা মা। (এই বাওয়াজী তোমার ভাইঝীর সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন্।

নব। ভাল কথা তবে, বাওয়াজী, তুমি যখন ই বিয়াতে ঘটকালি করছ, তখন আমাকে ই বিয়া দিতেই হবেক।

ফটি আমার একটি বন্ধুলোক যোজপথে দিয়ে যাবে, শ্যামার মা বল্লে যে তোমার ভাইঝীটী ডাগর হোয়েচে। সেই

জন্যেই আমার আসা। তা হলে একটা কথাবার্ত্তা স্থির কত্তে হচ্চে।

নব। তমার সাতে আর কথাবাত্রা কি ? এক এক বেটা সবাচাটা ঘটক আসে, বেটাদের কথাব ভবন্তব নাই, লমাসে ছমাসে এক এক ঠকস্ মেরে যায়, বেটাদের রকম দেখলে পিত্তি জ্বলে উঠে।

ফটি। রাধে। রাধে। আমার কাছে পাকা কথা। তা আর তোমাকে বলবো কি ? তুমি ত সকলি জান আমার যে কথা সেই কায।

নব। আহা! তা আর বলতে হবেক কেনে ? সেই জন্যেই তো বল্‌চি ইতে আর কথাটী কৈতে হবেক নাই।

ফটি। তবে বেনা লেনার বিষয় একটা ঠিক হোক।

নব। সে কথা তমাকে আর কি বলব ? তুমিতো জানই, আমরা কম পুরুবে পাঁঠিবেচা নই তবে এখন মাগ্‌গী গণ্ডার দিনকে, দেখতেইত পাচ্চ একটা মেয়েছানার খাই খরচে, কাপড়ে, চপড়ে, ইদিগে অদিগে, মবলগ্গা খরচ পড়ে ব্লঠে, তাই কিছু না ধরে নিলে চলেক নাই।

শ্যা-মা। ওমা। তা আর কে না জানে ?

ফটি। রাধে, রাধে, তা বটেইতো। খরচের জন্যে দিচ্চ বৈত নব। তা এখন দিতে হবে কি ?

নব। তা তমাকে আর কি বলব ? একটা ঘটক চারশ টাকা বলে গেছে, তাতে আমি রাজী হইনাই, তবে তমার কথা এড়াতে নারি, তাতেই স্বীকার গেতে হবেক্।

ফটি। আমার বরকতার আঁচ কিছু কম।

নব। আঁর কম হলে গলায় পা তুলে দেওয়া হয়। আমি

খতিয়ে খাতিয়ে ঠিক্‌ই বলেছি ; তমার দিব্যি ইতে যে এক পয়সা লাভ রেখেছে সে চণ্ডাল।

শ্যা-মা। ওমা ! সেও কি একটা কথা ?

ফটি। আমার উপরোধে কিছু কমাতে হচ্চে।

নব। আচ্ছা, যাও দশ টাকা কম দিও।

ফটি। যে হবে খদ্দের নিতে পারে না, সে দর বলে মলোহয় কি ?

নব। তুমি কত বল ?

ফটি। দুশো টাকা নাও গে।

নব। রাম। রাম। ওকথা মুখে এনো নাই। একটা হজো গজো মেয়ে ছানা বিয়া কত্তে গেলে কত পণ দিতে হয় ভেবে দেখ দেখি। সে দিনকে সেই দুর্গাপুরের কীর্ত্তি রায়ের পদ্মাখাঁদা মেয়েটার বিয়াতে দেড়শত টাকা পণ পেলেক্ আচ্ছা, তুমি বড় খবুচ, পঁচিশটা টাকা ছেড়ে দিনু।

ফটি রাধে, রাধে। নবকন্দ্র, যাক্ আর কথায় কায নেই। হেব যা, হোবো যা ; তোমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক্, তিনশ টাকাই হলো।

নব। তা আর কি করবো ? তমার কথা এড়াতে লারি, কিন্ত দহাই ধর্ম্মের। ইতে আমাকে ঘর থেকে লকসান খেতে হবেক্।

ফটি। কিন্তু বটী তা হলে একটু শীগগির্ দিতে হচ্চে।

নব। ভালইত। আজ বল আজি দিতে রাজি আছি। তা, এক কথা হচ্চে, তারা ইখান্‌কে এসে বিয়া কর্‌বে না বিটীছানা দিখান্‌কে লিয়ে গিয়ে বিয়া করবেক্ ?

ফটি। রাধে। রাধে। আমিও তোমাকে সেই কথা বল্‌তে যাচ্ছিলুম্। তারা মেয়ে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে

বিয়ে কত্তে চায়। আমি বলি সেই ভাল ; তাহলে তোমার একটী পয়সাও খরচ লাগবে না।

শ্যা মা। বামনঠাকুর, বাওয়াজী কেমন হিসিবী মানুষ দেখেছ, তোমার দিগে কত টান !

নব। আরে, তা না হলে আর এক কথাতেই বিটী‧ ছানাটাকে সত্তদা কয় ?

ক। তা হলে কবে নিযে যেতে বলবো ?

ন। যখন খুসী, হিসাবটা চুকিয়ে লিয়ে গেলেই হবেক।

ক। তার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। টাকা আমার কাছেই পাবে। আমার উপর তারা সকল ভারই দিয়েছে।

শ্যা মা। উনি বরকত্তা হয়েও হয়।

ক। বাধে ! বাধে।

নব। তবে কি জান, বাওয়াজী, আমার বাপের হিলাসা আছে। "বকা কড়ি চকা মাল, ডান হাতে টাকা লিবেক, বাঁ হাতে বিটীছানা দিবেক।"

শ্যা মা। বামন ঠাকুর, বাওবাজী যখন ঘাড়ে ঝুঁকি নিচ্চে তখন তোমার ভাবনা কি ?

নব। শ্যামার মা, একটা বিটীছানার কথা বলচিস কি ? আমি বাওবাজীকে দশটা বিটীছানা জাঁকড়ে দিতে পারি কিন্তু বাপের হিলাশা থেকেই পেঁয়াচ লেগেছে।

কর্ত্তা। রাধে। রাধে। তবে তাই হবে। তাতে আর কথাটা কি ?

নব। বাওয়াজী, আমার ইচ্ছা ছিল বাড়ীতেই বিয়াটা হয়, কিন্তু তা আমার ঘটে উঠবেক নাই। আমার শত্রুপক্ষ লক্ একটা বিঘ্নি ঘটাবেক।

শ্যা-মা। তা বটে তো, পরের ভাল দেখ্‌লে পোড়া অল্পপ্‌-পেয়েদের চোক টাটায় ; বেটা বেটীদের বুকে যেন কে ভাতের তপ্ত্‌ নামায়।

ফটি। রাধে! রাধে! তবে আজ চল্লুম্‌ ; শীগ্‌গিরই টাকাকড়ি নিয়ে আস্‌চি। ভাল কথা, আজ্‌ মেয়েটা একবার দেখ্‌তে পাই না ?

নব। বিটীটা আজ একটু বেরামী আছে ; আর দিনকে এলেই দেখতে পাবে।

শ্যা মা। তাই হবে, তাই হবে। আজ্‌ বেলা গেল। চল, বাওয়াজী ঘরে যাই।

ফ। তা চল, রাধে রাধে। তোমার ইচ্ছা!

(একদিগে শ্যামার মা ও ফটিকদাসের এবং অপর দিগে নবকন্দ্রের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দশ্য, বিদিরপুর। রামসাধনের বাটী

অহীন্দ্র ও চাটুয্যে।

অহী। চাটুয্যেমশাই, বাবার যেরূপ কঠিন পীড়া হয়েছিল তাতে যে আরোগ্য লাভ কর্‌বেন্‌ এ আশা আমার ছিল না।

চাটু। বড়বাবু, ও একরকম পনুর্জন্ম বল্‌তে হয়। কি চিকিচ্ছেই করেচে। যম একদিগে আর কব্‌রেজ একদিগে। ধন্য কব্‌রেজী অষুধ।

অহী। কব্‌রেজী অষুধের ওপর আগে আমার বিশ্বাস ছিল না ; কিন্তু বাবার পীড়া আরাম হওয়াতে তার ওপর আমার ভক্তি জন্মেচে।

চাটু। কর্ত্তামোশাই বল্‌ছিলেন্‌ "আমার তো শরীর এইরূপ হয়েছে, কবে কি ভয়াভয় হয় বলা যায় না, তা অহীন্দ্র কি আমার কথা শুনবে না ?"

অহী। কেন ? আমি তাঁর কোন কথা শুনি নি ?

চাটু। প্রায় ৩।৪ বছর ধরে তিনি আপনার বিভার জন্যে জেদ কচ্চেন, আপনি কেবল" হবে হবে, বলেই কাটা চ্চেন। বাস্তবক কত্তামোশাই প্রবীণ হয়েছেন, তাঁর কি ইচ্ছে করে না পৌত্র মুখ দেখেন ?

অহী। আমার এখন বিয়ে কত্তে ইচ্ছে নেই। আপ নারা মহীনের বিয়ের চেষ্টা দেখুন।

চাটু। আ বাবো। তাও কি কখনো হয় ? আপনি হলেন জ্যেষ্ঠ। লোকে কথায় বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-সমো পিতে। আপনার আগে তারপর তাদের বিভা। তা ষাবু কত্তামোশাই সম্বন্ধ ঠিকঠাক করে রেখেছেন কেবল আপ নার কথার অপিক্ষে। তার ইচ্ছে যে আপনি কর্মস্থানে যাবার পূর্ব্বেই বিভাটা হয়।

অহী সে এখনকার কথা নয়। তমলুক থেকে কোন পত্র এসেছে কি ?

চাটু ভাল কথা মনে করেচেন্। একখানা মস্ত চিঠি আমার কাছে রয়েছে আমি দিতে ভুলে গেছি। যাই, আনি।　　　　(প্রস্থান)

অহী। প্রায় কুড়ি দিন হলো তমলুক থেকে এসেছি। এর মধ্যে কণ্ট্রাক্টর একখানা পত্র লিখেছিল, আমি তার উত্তরে লিখেছিলুম যে আমি গিয়ে বন্দোবস্ত করবো। তারপর সে আরতো কোন পত্রই লিখলে না। এর মধ্যে কি কনককমলের বিয়ে হয়ে যাবে ? না, তা বোধ হয় হবে না। কি জানি যদি কোন ব্রাহ্মনে সেই টাকা দেয়, তবে তো তার সঙ্গে বিয়ে দেবে। নরেন্দ্রকে দেবার জন্যে কণ্টাক্টরের কাছে তাকে কিছু টাকা পাঠাই। কনককমলের সঙ্গে যদি

বিবাহ হয় তা হলেই আমি বিবাহ কৰ্বো, তা না হলে নয়।
(চাটুয্যের প্রবেশ) বস্তু লেফাফা যে। ডাকে এসেছে ?

চাটু। এই দেখুন না।

অহী। (পত্র পাঠান্তে) ত। (বিষণ্ণ) তাইতো, বিষম গোলযোগে পড়লুম।

চাটু। কি বড়বাবু ? এত ভাবিত কেন ? কিছু কুখবর না কি ? কোথা থেকে এলো ?

অহী। আমাকে বদলি করেছে।

চাটু। কোথা বদলি করেচে ? দেশের ভুড় রাজ্যির কুড় নাকি ?

অহী। পাটনা এণ্ড গয়া ষ্টেট রেলওয়ে হবে। আমাকে বাঁকীপুর যেতে হবে।

চাটু। ওহো। সেখানে যে আপনার সাক্ষাৎ সুধ্যি কুমার ডাক্তার হয়ে গেছে।

অহী। এপয়েণ্টমেণ্ট লেটারে লিখচে যে যদিও আমার ছুটী শেষ হবার বিলম্ব আছে তবু সরকারের প্রয়োজনবশত আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে বাঁকীপুরে গিয়ে কাযের ভার নিতে হবে।

চাটু। তার আর ভাবনা কি? কাল রেলগাড়ীতে চড়লে পরশু গিয়ে পৌঁছুবেন্।

অহী। তা যাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমার সমস্ত জিনিসপত্র তমলুকে পড়ে রয়েচে, সে গুলো না আনলে যাই কি করে ?

চাটু। তমলুকে আমাদের রঙ্কে চাকর আছে, তাকে লিছানা মাদুর, জিনিস পত্র, আনতে চিঠি লিখে দি। আপনি ক দিন সুধ্যিকুমারের বাসায় থাকবেন্, তারপর রঙ্কে জিনিস্

নিয়ে যাবে। আমি যাই, কর্ত্তামোশাইকে এ খবরটা দিগে।

(প্রস্থান)

অহী। এখন করি কি? মন আমাকে তমলুকে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত, কিন্তু সরকারী কায আমাকে বাঁকীপুরে নিযে যেতে চায়। ওপরওয়ালাদের হুকুম না মান্‌লে তারা অসন্তুষ্ট হবে, কিন্তু তাতে মনের তো সন্তোষ হবে না। এক দিগে বাঁকীপুর, আর দিগে তমলুক। কি করি? কোথা যাই? এখন মহাকবি স্কটের সেই পদ্য আমার মনে পড়্‌চে :--

"Our counsels waver like the unsteady bark
That reels amid the strife of meeting currents"

না, কর্ম্মস্থানেই যেতে হবে। যাই, তমলুকে একখানা পত্র লিখিগে। (প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য, খিদিরপুর রামসাধনের অন্তঃপুর।

রামসাধন ও গৃহিণী।

রাম। আজ অহীনের আর একখানা চিঠি পাওয়া গেছে। রকে গিয়ে বাঁকীপুরে পৌঁছেচে। অহীন্ কৃষ্ণ কুমারের বাসাতেই থাকবে, তোমরা বাসা আর কচ্চে না সেখানে বায়গা ভাল, আছে ভাল।

গৃহি। শনে শনে আটদিন হলো বাছা এসেছে। ভাল, বিয়ের কথার কিছু জবাব দিয়েছে?

রাম। কিছু না। ভাল কথা, গিন্নি, একটা কথা কদিন। মনে বল্‌বো বল্‌বো মনে করি, বলাই হয় না।

গৃ। কি কথা?

রাম। কথাটা কি জান, অহীনের শশুর শাশুড়ী, বৌটা কটাতেই নৌকা ডুবি হয়ে মরে, তাতো শুনেইচ।

গৃ। সে যে অনেক দিনই শুনেছি, প্রায় ৮।১০ মাস হলো।

রাম। হাঁ, সেই অবধি তো তাদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যা'য় নি। আজ দিন পাঁচ ছয় হলো অহীনের নামে বৌটোর জবানী একখানা ডাকের চিটি এসেছে তাতে লিখ চে যে সে তমলুকের কোশ তিনেক দক্ষিণে কি ছাই গাঁটার নাম ভুলে যাচ্চি—সেইখানে এক বামনের বাড়ীতে ভেসে ভেসে গিয়ে উঠেচে আর সেই খানেই আছে।

গৃ। তা হলে তাকে আনবার কি হবে?

রাম। সেটী বিষম সমিস্যে।

গৃ। কেন? ঠিকানা তো লিখে দিয়েছে?

রাম ঠিকানা লিখেছে বটে কিন্তু যায় কে?

গৃ। কেন? অহীন যাবে?

রাম। বিলক্ষণ। ও ছেলেম'নুষ। কখনং বাড়ীর বার হয় নি বলতে গেলে ওর কি কম্ম সেখানে যাওয়া?

গৃ কেন? ভয় কি? জাহাজে যাবে।

রাম। আহাহা। তমলুক পর্য্যন্ত জাহাজ যায় না কাটাপুকুর পর্য্যন্ত যায়। তারপর সেখান থেকে এক বেলার পথ নৌকো করে যেতে হয়। সে বড় দুর্গম পথ। ঐ পথে যে'তে যেতেই তো বৌটো নৌকো ডুবি হয়।

গৃ। আচ্ছা তা যদি হয় তবে চাটুয্যেমশায়কে পাটিয়ে দাওনা কেন?

রাম। না এখন তাকে আনা হচ্চে না।

গৃ কেন?

রাম। অহীনের বিয়ের ঠিক ঠাক হয়েছে, প্রায় তিন চার হাজার টাকা যথা যাবে। এখন বৌটাকে আন্‌লে তো

এ বিয়ে ঘট্‌বে না। যখন আট দশ মাস গেছে, তখন বোজার উপর শাক্‌ আট্‌টে, আর দু তিন মাস গেলই বা।

গৃহি। সোমত্ত মেয়ে পরের বাড়ী পড়ে থাক্‌বে?

রাম। এত দিন যদি গিয়েছে, তবে এই কটা দিন বৈ ত নয়? এতো ব্যাখ্‌ ব্যাখ্‌ কত্তে কত্তে চলে গেল।

গৃহি। তারপর—এরপরে যদি তোমার মত ফিরে যায়। তখন যদি বল "আন্‌বো না।"

রাম। আরে ক্ষেপি, আর কি মত ফেরবার যো আছে? তার বাপ, মা, ভাই মরে গেছে; এখন আমার অধীনকেই তো তার সব্‌ বিষয় অর্শেচে, আমি কি তাবে না এনে থাক্‌তে পারি? তবে কি জান একটা বিয়ে দিয়ে যদি কিছু উপরি লাভ কত্তে পারা যায় তো ছাড়ি কেন?

গৃহি। তা, তুমি যা ভাল বোঝ কর।

রাম। হ্যা ব্যাখ, এ কথা কারো সঙ্গে যেন বলো না। আমাব দিব্যি।

গৃহি। না, না, আমি কি কচি খুকী?

(উভয়ের প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য, রামচন্দ্রপুর। যমুনার পিতৃগৃহ।

যমুনা ও কনককমল।

যমু। তাইত। কি করি? আজ্‌ আট দিন হলো চিঠি লেখা গেছে; না একজন লোক এলো; না চিটির একটা জবাব পাওয়া গেল।

কন। (সরোদনে) বৌকো ডুবি হলো, মা গেলেন, বাবা গেলেন, এ হতভাগিনী মলো না; মলে আর এ কষ্ট ভোগ কত্তে হতো না।

যমু। বালাই! ও কথা কি বল্‌তে আছে?

কন দিদি আমার প্রাণের ভেতর যে কি কচ্চে তাতো তুমি জানতে পাচ্চ না, যদি দেখাবার যো থাকতো তবে জানতে পাত্তে। এর চেয়ে মরা আমার ঢের ভাল ছিল।

যমু। পাগলি তবু ঐ কথা?

কন। পাগলেও আমার চেয়ে সুখী। দেখদেখি আমার আশা ভরসা সব যেন শুকিয়ে গিয়েছে ভয়ানক শোক যেন আমাকে গিলতে আসচে যে দিগে চাই সে দিগেই কেবল নিরাশা। তুমি যদি বোন, আজ আমার একটা উপায় না কর, তবে কাল আর আমাকে দেখতে পাবে না।

যমু। কেন? তুই কি করবি?

কন। আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

য। ছি বোন, অতো উতলা হলে কি চলে?

ক। এখনো তুমি আমাকে উতলা বলচো? আজ প্রায় একমাস হলো তাঁর পরিচয় পেয়েছি আমার স্বামী বলে জানতে পেরেচি—না না, আমার জীবন সর্ব্বস্ব। আমার প্রাণ থাকবে না তুমি একবার তাঁকে দেখাও আমি আর কিছু চাই না।

য। তমলুকে তিনি যদি থাকতেন, তা হলে তুমি এত দিনে তাঁকে পেতে।

ক। আমি বেশী চাই না। আমি একবার তাঁকে চোক ভরে দেখবো, তিনি জানবেন আমি তাঁর স্ত্রী, দেখবো আমাকে ভাল বাসেন কি না, আমার চোখের জলের সঙ্গে তাঁর চোখের জল মেশান কি না। যদি দেখি না, তখনি প্রাণ ত্যাগ কর্ব্বো।

য। পাগলের মত কি বক চিস?

ক। এখনো পাগল হইনি, যদি খিদিরপুরে না পাঠাও তবে পাগল হব।

ব। পাঠাব, দিন চার দেরি কর্।

ক। না দিদি, এক দিনও নয়। আমি কি কষ্টে আছি কোথা আছি, তোমার সে ধারণা নেই। আরো ভয়ানক। আরো ভয়ানক। তবে শোন। বামন বামনী পরামোশ করেছে আমার বিয়ে দেবে।

ব। কি সর্বনাশ।

ক। আরো তুমি এখানে থাকতে বল?

ব। কে তোমাকে, বোন, সঙ্গে করে নে যাবে?

ক। আমি একলা যাব, খিদিরপুর কোথা, কোন দিগে জিজ্ঞেসা করে করে যাব।

ব। একে কাঁচা মেয়ে, তায় পথ চেন না, তাও কি কখন হয়? দুটো দিন দেরি কর্, হরের মা আসুক, সে এলেই তোকে পাঠিয়ে দেব। (শ্যামার মার প্রবেশ) কেগো? শ্যামার মা? ভাল আছ তো? তোমার মেয়েটি ভাল আছে?

শ্যা-মা। হাঁ মা, এখন সব ভাল। আমার মেয়ের বড় শক্ত ব্যামো হয়েছিল দেবতা বামনের আশীর্ব্বাদে সেরে উটেছে।

ব। কৈ? তাতো এত দিন শুনি নি।

শ্যা। শুনবে কি মা? সে যে জামাই বাড়ী, সেই কালীঘাটে। আমি সেইজন্যে মাসাবধি সেহখানে গিয়ে ছিলুম্।

ব। হাঁ শ্যামার মা, কালীঘাট থেকে খিদিরপুর ক তদূর।

শ্যা। বেশী নয়। খিদিরপুর হয়ে কালীঘাটে যেতে হয়।

ব। কি রকমে কোন্‌পথে খিদিরপুর যেতে হয় তুমি জান?

শ্যা ওমা। বলে কি। জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ কি না ডান যদি খুব কম হবতো বিশ পঁচাশ বার কলকাতা গিচি আমি আর পথ চিনি ? ?

য। শ্যামারমা তুমি যদি বাছা, আমার একটি উপকার কর।

শ্যা। ওমা। সে কি কথা ' তোমাদের উপকার করবো আমার এমন কি ভাগ্যি মা? বল কি করতে হবে।

য। এই মেয়েটীকে সঙ্গে করে নিয়ে এর শ্বশুর বাড়ী খিদিরপুরে পৌছে দিতে হবে। খরচ পত্র সব আমি দেব

শ্যা। ও। সে যে বড় কঠিন কথা। না জেনে শু-ঝক মারি করে কি স্বীকার কল্লুম

য। আমাদের হ'বার যা এখানে পাক শে তোমাকে কষ্ট দিতুম না বাছা। সে এখানে নেই কাযেই তোমাকে জেদ করে থচ্চি।

শ্যা। তা বলি কি দিন দুই বাদে গেলে হয় না?

য। না বাছা আজ শেষ রাত্তিরে যেতে হবে দেরি করা হবে না।

শ্যা। তাইতো! যখন তোমার কাছে কথা দিয়িচি তখন বুড়োই মরুক আর চ্যাকড়াই ছিড়ুক যেতেই হবে ভাল একটা কথা জিজ্ঞেসা করি এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে কোন গোলমাল তো ঘট বে না?

য। সে জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। গোল যদি ঘটে তো আমি আছি। তুমি বাছা, এখনি নৌকো ঠিক করে রাখ, কাল্ রাত না পোয়াতে পোয়াতে যেতে হবে।

শ্যা। তোমাদের অন্নে শরীর তোমাদের কথা নয় করবো না, আমার সাধ্যি নয়। কি করবো? যেতেই হবে। আমি

তবে এখন যাই নৌকো ঠিক করে রাখিগে। কাল ভোরে কি তোমাদের বাড়ীতেই আসবো ?

য না আমাদের বাড়ীতে আসবার দরকার নেই খ লধ রে যে বড় বাবলাগাছটা আছে সেইখানে তুমি দূরে থেক ইনি সেখানে যাবেন

শ্যা। আচ্ছা আজ আমি চল্লুম এই কথা ঠিক রইলো দেখো যেন এসে ফিরে না যেতে হয় প্রস্থান

য। কনককমল আজ শামনঠাকুরের বাড়ীতে শুলে কি ভোরে উঠে পালিয়ে আসতে পাবে ?

ক কেন পাবো না দিদি অবিশ্যি পাবো

য আমি বলি কি আজ আমাদের বাড়ীতে শ ও

ক না দিদি তা হলে মা মী তোমাকে দুষী করবে তোমাদিগ পানে দেখবে আমি ভোরে উঠে আসবো।

য তুমি উঠে এসে আমার জানালায় টোকা দেবে। তারপর আমি তোমাকে খালধার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবো।

ক। আচ্ছা দিদি। তবে এখন যাই

য। এস বোন। (দুজনের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্য রামচন্দ্রপুর। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের সম্মুখ।

ফটিকদাস গাঁজাটিপিতেছে ও সঙ্গীত।

বাহবা কি মজা, পাক সিদ্ধি জটার গুজা

ভুবন চরস তোমার বসে মদের নেশা বাপে ভাজা।

নেশাখোরের কল্পতরু তুমি গাছটি নেশার গুরু

ফলটি যদি ফলতো তোমার হতো সেটি নেশার রাজা।

তোমায় সেবে ভোলা ভাঙড় আনন্দেতে সদা বিভোর

যার চরণ ধূলি লয়ে শিবে ধন্য মানে দেবের রাজা

বেটার গাঁজাকে যদি বোম না করে ফেল্লুম্ ত ব আর ডলা কি হলো ' তা এখন ওটার করি কি ? শ্যামীর মা মাগী বল্লে যে বামনীকে কিছু ঘুস দিলেই অল্প ট কার ছুঁড়ীটেকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাবা এই বয়সে অনেক প্রেম করেছি কখনো গাঁটের কড়ি দিযে প্রেম করিনি বরং উলটে পয়সা মেরেচি। পয়সা দিয়ে প্রেম করা আমার কুষ্টিতে লেখে নি।

শ্যামীরমা। (প্রবেশ করিয়া) বলি, যাওয়াক্টী হচ্ছে কি ?

ক। (চমকিয়া) অ্যা অ্যা ! একি ? একি ? মেঘ না চাইতে জল। তোমার শরণাপন্ন তোমার কাছে যাব যাব মনে কচ্ছিলুম।

শ্যা মা আমার কাছে আর যাবে কেন ? নবরুদ্রের সঙ্গে ত কথা বাত্রা হয়েছে আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক কি ?

ক। সে কি শ্যামার মা ? এও কি কথা ? দালালকে ফাঁকি দিলে কি কারবারীর কারবার চলে ? রাধে ! রাধে !

শ্যা মা। গা' পেকলে সকলেই কুমীরকে কলা দেখায়। ত সে যাহোক এখন কি ঠিক করেছ শুনি।

ক। একজন শুক্রীর বামনকে মেয়ে দেখিয়েছি সে আড়াইশ টাকা দিতে স্বীকার করে আজি একশ টাকা দিতে রাজি আছে। তারপর মেয়ে নিয়ে যাবার দিন বাকী টাকা দেবে। একবার ভাবচি যে নবরুদ্রকে একশ টাকা দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়ি আবার ভাব চি যে যদি একশ টাকা দিলে নবরুদ্র মেয়েটাকে না ছেড়ে দেয় !

শ্যা মা। তুমি বরেদের কাছথেকে ঐ টাকা পার আনগে।

ক। তা হলে কি হবে ?

শ্যা। তার অদ্ধেক তোমার আর অদ্ধেক আমার।

ক। শ্যামার মা একি তামাসার সময়? ছুঁড়ীকে দেখা অবধি আমার প্রাণে ধড় নেই। আমি পুটুলি পাঁটলি, ডলবি, তালবা সব বেঁধে রেখেছি, ছুঁড়ীর হাত ধরবো আর নৌকোয় চড়বো।

শ্যা সে গুড়ে বালি। কাল তার বিয়ে। ঘর দস্তুর ঠিক হয়ে গেছে।

ক। বলিস কি শ্যামার মা? আমার মাথায় যে বজ্রাঘাত কর্লি শ্যামার মা এই তোর মেন্নৎ আর এই তোর কেরুন।

শ্যা আচ্ছা, এখনো যদি তুমি তাকে পাও তবে আমাকে কি দাও?

ক। রাধে! রাধে! তোকে কি দেব? এমন আমার কি আছে যে তোকে দেব? বিনিমূলে তোর কাছে কেনা থাকবো।

শ্যা। ঐ তো! কথায় মনভেজে বাওযাজী চিড়ে্তো ভেজে না।

ক। শ্যামার মা তুই যখন আমাকে এদায়ে উদ্ধার কচ্চিস তখন আমার সর্ব্বস্বই তোর্।

শ্যা। আর তোমার সর্ব্বস্ব সে তা হলে সেও আমার। আমার জিনিস খুসী না হলে তোমাকে দেব কেন?

ক। শ্যামার মা মাপ কর্। আর ক্ষ্যাটাঘায়ে নুনের ছিটে দিস্‌নে আর হিয়ালী ছাড়িস নে।

শ্যা। তবে, ব ল শোন! (চতুর্দ্দিগ চাহিয়া) সে মেয়েটা কাল্ ভোরে কল্‌কাতা পালিয়ে যাবে, ঠিক ঠাক হয়েছে।

ক। অ্যাঁ! বলিস কি শ্যামার মা? কার সঙ্গে?

শ্যা। আবার কার সঙ্গে? আমার সঙ্গে।

ক। শ্যামার মা আর কেন আমাকে দগ্ধে মারিস ?

শ্যা। সে মেয়েটার একবার বিয়ে হয়েছিল নবকৃষ্ণ ফের বিয়ে দেবে জানতে পেরে সে তার শ্বশুরবাড়ী খিদির পুরে পালিয়ে যাবে। আমি তার সেজো। এই তোমাকে সব ভেঙ্গেচুরে বল্লুম্। এখন যা কত্তে হয় কর

ক (সহর্ষে) বটে বটে! রাধে রাধে! ডাইনের কোলে পো সমর্পন! শ্যামার মা রাধে! রাধে তবে এখন শ্যামার মা তোর হাতেই আছি আমি তো আহ্লাদে দিশে হারা হয়েছি। এখন কি কত্তে হবে বল

শ্যা। তুমি যে বর ঠিক করেছ এখনি তাদের কাছে গিয়ে যা পার তা হাতিয়ে আন।

ক। শ্যামার মা রাধে। রাধে! তোর কি বুদ্ধি! এতেই শাস্তোরে লিখেছে নষ্টস্য কান্যা গতিঃ অর্থা নষ্টা মেয়ের বুদ্ধির কাছে আর কার বুদ্ধি! তা আমি এখনি তাদের কাছে চল্লুম্। (প্রস্থানোদ্যম)

শ্যা আগে বলি শোন তারপর যেও।

ক। হাঁ, হাঁ বল বল রাধে! রাধে!

শ্যা। তুমি তাদের কাছ থেকে টাকা এনে রাত্তিরে সব ঠিক ঠাক করে রেখ আমি খুব ভোরে মালা পাড়ার ঘাটে তার সঙ্গে নৌকোয় উঠবো তুমি তলবী তালবা নিয়ে খিদির বাগানে থেকো নৌকো সেখানে গেলেই নৌকোতে এসে উঠবে।

ক। বেশ বেশ। বেশ! সেই ঠিক কথা! রাধে রাধে! তারপর ?

শ্যা। তারপর আবার কি ?

ক। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে কোথা ?

শ্যা। সে জন্যে তোমাকে এখন ভাবতে হবে না। ঘোড়া হলে চাবুক হয়। আমি তোমার মুন্ত্রী রৈলুম্ তোমার ভাবনা কিসের?

ক। রাধে! রাধে! শ্যামার মা আমি তো তোর বুদ্ধি নায়ে পাল তুলে দি য় শয়ানে গঙ্গালাভ! এখন না বাঁচা মরা তোর হাত, তুই তার নিশে কবি।

শ্যা। তারপর মাজপাঙ্গে গিয়ে হালে ব'ড়ি পানি না পায়?

ক। রাধে, রাধে। সেই জন্যেই (গো গোপালে উড়ে গায় "রঙ্গে কি হয় নারী যেমন, পুরুষ তমন নয়"

শ্যা। চল, আর রঙ্গে কা[illegible] ন[illegible]।

ক। তাও গোপালে উ[illegible] .আছে। "রজিণি তোর বঙ্ক দেখে অঙ্গ জ্বলে যাব

শ্যা চল, চ[illegible], [illegible] ব ঙ? কেউ দেখতে পাবে।

ক। আচ্ছা' ,   (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক ১ম দৃশ্য রামচন্দ্রপুর। নবরঙ্গের বহির্বাটী। ব্রাহ্মণী।

ব। এমন আশ্চার্য্যি ত কেও কখনো দেখে নাই। ১ এক বাত্তির কাছ কে শুয়ে, এক বিছানায়, ভরে উঠে কথাকে গেল ইব অজ্ঞি সন্ধি কিছু পাওয়া যাচ্ছে নাই। সমস্ত মেয়ে-ছাঁনা, হয় উপর দিষ্টিতে উড়িয়ে লিয়ে গেছে, আর লয়তো লিশিতে ডেকেঁ লিয়েগেছে। হাই, আমুর বাপের বাড়ীর দেশের মধকামারের আঠার বছরের সমস্ত বৌটাকে উড়িবে লিয়ে গিয়েছিল, তারা ত খুঁজে পেলেক্ নাই। বেলাও ত অনেক টা হল। মিন্সাও তো এখনো কিচ্ছে নাই। ঐ যে কে আসে বটে না। পড়াব্ কপা! আমি মনে কয়্ সেই ছুঁড়ী বুঝি আসছে, তা লয়, বষ্টমী মাগী।

গাইতে গাইতে বৈষ্ণবীর প্রবেশ। টোরিভৈরবী, খেমটা)

বৈষ্ণ। ভবসাগরে তুফান ভারি।
সাবাস যদি হাবুডুবুখেয়েও তায় তরতে পারি।
যায় না দেখা কূল কিনারা পাপকুম্ভীরহাঙ্গরে ভরা,
দিক দেখাবার নাইকো তারা, পাহাড় সমান উঠছে বারি।
তাতে বিষম পাখনা ছটা চোঁ চোঁ চোঁ চোঁ ডাকেরঘটা
মাগামাটিকা সবাই ওঠা আকাশ পাতাল দেখতে নারি।
হরির চরণ লয়ে শরণ ধর্ম্মনায়ে দে পাড়ি।
(আছেন) বিপত্তারণ মধুসূদন মঙ্গলময় কাণ্ডারী।
জয় রাধে কৃষ্ণ '

বাম। যা, যা আর তোর ধম্মিষ্টিপনা করে কায নাই। লকে বলে জাৎহারিয়ে বষ্টুম্। হুতিক জাত মজিয়ে এখন সাত্তা হয়ে বৈষ্টুমী কাছ কেছেচে। মুখে আগুন, তর লাজ করে নাই লা?

বৈষ্ণ। কেন বাছা? আমি তোমার কি করেচি যে আমাকে গাল দিচ্চ?

বাম। মরচি আমি আপনকার জ্বালায়, ও মাগী এখ৹ এলো বঙ্গ কত্তে।

বৈষ্ণ। ভগবান্ কর্বেন্, চিরকালই জলে মর্বে। (প্রস্থান)

বাম। রসত, আবাগী, রসত, তর দ্দাম্পত্তা ভেঙ্গে দি। পালালি কেনে? (নবকৃষ্ণের প্রবেশ)

নব। হায়। হায়। হায়। আহাম্মকী করে তখন রাজি হনু না, এখন ত দেখি মলে হাবাৎ। এতদিন খাওয়ানু, দাওয়ানু, তা একবার আমাদিগের মুখটাপানে তাকালি নাই? ধর্ম্ম আর নাই! হায়! হায়! হায়!

বাম। হাই, মিন্সা আসছে আহা মা বগগভীমা করুক সন্ধানটা পাক। বলি কিছু জানতে পারে কি ?

নব। আর জানব আমার মাথা আর মুণ্ডু। টিয়া যখন শিকলি কেটেছে তখন আর তাকে ধবেক কে ? হায় হায়! হায়!

বাম। তুমি খুঁজলে কথাকে ?

নব। তিন কন পিথিবী খুজেছি, কথাকে কি আর বাকী রেখেছি ?

বাম। আমাদের পড়া কপাল। তা না হলে যে কালে সেই ঘটক মিন্সাটা চুশ টাকা বলেছিল সেই কালে ছেড়ে দিলে আর কাঁকীতে পড় তে হতো নাই।

নব। আমি ত তখন বাজি ছিনু তুই মাগী রাজি হলি নাই বলেই তো হলো নাই। ত মাগীর কথাতেই আমি মজনু

বাম। বটেবে ডেকরা আমার দব ? রাষ্ট্র হলে ধনে প্রাণে মারা যাবি বলেছিল কে রা ? তখন যে জমীদার ঘবের মেয়ে দেখে নলা সকবক্ কয়েছিল। আমার কথা যে তিত প্যাবা লেগেছিল।

নব। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুই বড় ভালেবরের বিটী ভালেবর তাই তখন তবু নলা সকবক্ করে নাই।

বাম। হাঁরে পড়ারমুখা মিন্সা, আমি ত ভালেবরের বিটি লই, তাই মর বাপ তকে বেচেছে, আর তুই বড় ভালেবরের বেটা যে নিজের বিটী বেটার বিটী, বিটীর বিটী, জাতে বেজাতের বিটী বেচে খাস্ বটে। বলতে লাজ করে না মরা চাটার বেটা মরা চাটা ?

নব। হে হ্যাখ আর তবু কন্নাপনা কত্তে হবেক নাই চুপ মেরে থাক্ বল চি।

বাম। কেনরে আটকুড়ার বেটা আটকুড়া, ধিক্ জীবনে কালামুখা লক্ষাপড়া কেনরে আমি চুপ মেরে থাকব? আমি কন্না। আমি কন্না আর তুই সতী। সতীর বেটা সতী। দেখবি একবার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবো?

নব। আ মলো যাক রে, হাড়জ্বালানি মডা্যাগি! মচ্ছি আমি ভাবনা চিন্তায় আর মাগী কিনা আমার সাথে বাজিয়া লাগালে।

বাম। তর সাথে লাগাই, তর বাপের সাথে লাগাই তর সাতাশ্নি সাত পুরুষের মাথায় খেংরা কয়াই। তুই আমাকে ঘাটাস কেনে?

নব। চুপ কর আবাগী চুপ কর কে দুট লক এ দিগে আসে বটে তুই একটু দরের আড়ালকে যা।

বাম। আসুক না কেনে? আমিও তো তাই চাই। অদের সামনকে ওর কুলুজী গাইব।

নব। হাই একটা মিল্লা দেখি সেই কটকে বাবাজীর সাথে সেই ছু ড়ীর সম্বন্ধ দিয়ে এসেছিল তুই একটু আড়ালকে যা যদি অদের কাছে থেকে কোন খবর দিতে পারি।

(বামনীর অন্তরালে অবস্থিতি গণেশ চক্রবর্তী তাহার সহচর ও ডুলী, বাঁশস্কন্ধে ডুলীবাহক দ্বয়ের প্রবেশ।)

গণেশ। কিগো বায় মশায়, কি হচ্চে?

নব। এই মশয়, সংসারের ঝঞ্ঝট।

সহ। কর্তা পাঠিয়েছিলেন আমরা ডুলী এনেছি বাকী টাকা কটি নিয়ে মেয়েটী পাঠিয়ে দিন।

গণে। চুপ করে বৈলেন যে? আড়াইশ টাকা পণ ধার্য্য হয়েছে, কাল আপনি একশ টাকা পেয়েছেন, আর এই দেড়শ টাকা লেন।

নব। বাহবা। তম্‌রাত বেড়ে মজার লক্‌ হে।

গণে। আমরা কিসে মজার লোক হলুম ?

সহ। কাল ফটিকদাস বাওয়াজীকে বাত্তিরে পাঠিয়ে ছিলে, সে একশ টাকা নিযে এসেছে, আব আজ্‌ সকালে মেয়ে নিযে যাবার জন্যে ডুলী বেযাবা আর বাকী টাকা সামেদ আমাদিগে আস্‌তে বলে এসেছে।

নব। দুহাই বগগভীমার! আমি এব বাষ্পও জানিনা।

গণে। হ্যা দ্যাখ, এ চালাকীর যায়গা নয়। বাপের বেটা হও তো টাকা কটি নাও, মেয়েটী দাও। ডুলী ঠিক কবৃবে।

নব। হাই দেখ! আমি যেন মিথ্যা বলি বটে।

সহ। কি? তুমি বল কি?

নব। বল্‌চি কি, আমাব ঘব্‌কে কোন বিটীছানা নাই।

গণে। তবে রে বেটা পাজী, ডাহা মিথ্যে কথা! আমি স্বচক্ষে সেদিন দেখে গেছি। না, সোজা কথায় হলো না। মধো, দে, বেটাব গলায় কাপড় দিয়ে, থানায় নিয়ে চ।

নব। শন মশয়, শন, আগে আমাব কথাটাই শন।

গণে। আমবা এখানে কিছুই শুন্‌তে চাই না, সেই দারোগার কাছে শুন্‌বো। কত্তাতো ঠিক বলেছিলেন্‌; বেটা বড় বজ্জাৎ, টাকাটাই বা ফাঁকি দেয়।

সহ। আচ্ছা, কি বল্‌তে চাও বল।

নব। তমাদেব দিলাসা, তম্‌রা দেশহায় জিজ্ঞাস কর, সে বিটীছানা আমার ঘর্‌কে আছে কি না। আমি পৈতা ছুঁয়ে দিলাসা কচ্চি, আজ তক্‌কে সে বিটীছানাটা কথাকে গেছে তার অদ্ধি সদ্ধি পাই নাই।

গণে। বেটায় সব বজ্জাতী। কোথা দশ টাকা বেশী পেয়েছে ; সেই জন্যে কোথায় লুকিয়ে রেখে এসেছে। হরিদাস, থানায় গিয়ে খবর দাও তো বেটা এই রকম জুয়া-চুরী কচ্চে।

সহ। আচ্ছা, মেয়েতে কায নেই ; দাও তুমি টাকা দাও।

নব। কিসের টাকা ?

গণে। ওরে বেটা পাজির পা ঝাড়া, বেটা বল্চে 'কিসের টাকা।' আজো লোক চিন্তে পারনি ? সাতর্শেয়ের কাছে মামদোবাজি ?

সহ। কাল ফটিকদাস বাওয়াজীর মারফতে যে একশ টাকা পেয়েছ, সেই একশটি টাকা দিয়ে কথা কও।

নব। তমার দিলাদা বাবু, যে তার মারফতে এক পয়সা পেযেছে, তার বাপের মুখে মহাভারত।

গণে। তবে রে বেটা, আমাদের কাছে তেঁতে দোকান-দারি, "তার বাপের মুখে মহাভারত !"

নব। আমি বগ্‌খতীমার কসম খাচ্চি, মা কালীর দিলাসা, সে বেটা এক পয়সাও আমাকে দেয় নাই। ভাল, তমরা তাকে লিয়ে এস, সে আমার সামেনুকে এসে বলুক্ যে আমাকে টাকা দিয়েছে, তখন তার কথা।

গণে। ওহে হরিদাস বুঝতে পাচ্চ ? সে বাওয়াজী বেটার নবদ্বীপ যাওয়া মিথ্যে কথা। সকলি এই বেটার বজ্জাতি ! সাত চোঁরে মুহুরি বাঁটবার পরামর্শ।

সহ। আমারও তাই বোধ হচ্চে, আচ্ছা, তুমি যদি টাকা না নিয়ে থাক, তবে বাওয়াজীর নামে থানায় নালিশ কর্বে চল।

নব। আমার কন পুরুষে বাবা থানায় যায় নাই।

গণে। দেখেছ, বেটার বজ্জাতী দেখেছ? কোন পুকুরে যায় নি, এইবারে মেরে মদ্দে যেতে হবে।

(বামনী দ্বারের অন্তরাল হইতে হস্ত বাড়াইয়া নবকুদ্রের পশ্চাদভাগের গামছা ধরিয়া টানিল ও নবকুদ্রের পেছু হটিয়া বাটীর ভিতর পলাইবার উপক্রম)

সহ। ওহে পালায় যে।

গণে। বটে! (নবকুদ্রের হস্ত ধরিয়া) যমে ধরেছে, পালাবি কোথা? (হস্ত ধরিয়া টানিল ব্রাহ্মণী নবকুদ্রের গামছা ধরিয়া টানিল, শেষে গামছা খুলিয়া ব্রাহ্মণীর হস্তে গেল।)

নব। (চীৎকার) দহাই কম্পানীর, দহাই কম্পানীর। দেখ বাপ সকল বিনিতস্থিরে আমাকে খুন করে বর্সে। বাবারে মেরে ফেল্লেরে। (গণেশ ও সহচর ইত্যাদি নবকুদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান ও বামনীর প্রবেশ।)

বাম। (চীৎকারে কাঁদিতে কাদিতে) অরে বাপরে! কি হলো রে! অরে বাপ সকলরারে, অরে বাপ সকলরারে ধেরোরে অরে আমাদের অকে ধরে লিয়ে যায় রে। অ, তদের বাড়ীতে বড়া বড়া মরুক। অরে অলপ পেয়েরারে, অরে ডেকরারারে। (আঙ্গুল মটকাইয়া) অরে তদের সবংশ লিপাত যাবে। গা‘ কুলকে যাবে। (বুক চাপড় ইয়া) অরে আমার কি হলো রে। অরে বাবারে! কথ কে লিয়ে যায় রে। (নবকুদ্র ইত্যাদির পশ্চাতে প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, বালি, বেলওয়ে ষ্টেসন।

শ্যামীর মা ও কনককমল।

কন। শ্যামার মা, তোমার যে কি মতলব আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। তিন দিন কেটে গেল, তবু খিদিরপুর পৌঁছন গেল না?

শ্যা। ওমা! কোথাকার হাবা মেয়ে, রামচন্দ্রপুর থেকে খিদিরপুর কি কম দূর? পাঁচ দিনের কমে কি পৌঁছন যায়?

কন। তা, এ তুমি আমাকে কোথা আন্‌লে?

শ্যা। এ ইষ্টিশ্যান, বেলগাড়ীতে চড়ে হুস্ করে গিয়ে পড়্‌বো।

কন। আমার বিয়ের সময় যখন খিদিরপুরে গিয়েছিলুম, তারপর আবার যখন ভবানীপুরে এসেছিলুম, তখন তো কৈ রেল গাড়ীতে চড়িনি। বরাবরই নৌকোতে এসেছিলুম একটু খানি কেবল ঘোড়ার গাড়ী।

শ্যা। আরে বাছা, তখন কি ছাই রেলগাড়ী হয়েছিল? রেলগাড়ী যে অল্প দিন হয়েছে। আমি আগে আগে যখন আসতুম্ তখন ঐ নৌকো বৈ আর গতি ছিল না; এখন রেলেও আসা যায়, নৌকোতেও আসা যায়। তবে নৌকোতে দেরী হয়।

কন। রেলে কায কি? তুমি কেন নৌকোতে চল না।

শ্যা। আজ এ বেলাতো আর নৌকো পাওয়া যাবে না তা হলে আজ এক বেলা আর সারারাত্তির এখানে থাকতে হবে। আমার কথায় বুঝি তোমার পেত্যয় হচ্চে না ভাল, এই রেলগাড়ীর বাবু আস্‌চে; তোমার সাক্ষেতে একে জিজ্ঞাসা করি। (রেলওয়ে কর্ম্মচারীর প্রবেশ) হাঁগা

বাবু, আমরা দুটী মেয়ে মানুষ খিদিরপুরে যাব, তা এই রেলে যেতে পার্বো না ?

রেল। হাঁ, পার্বে। (প্রস্থান)

শ্যা। শুনলে ? এখন তোমার পেত্যয় হলো ? আমাকে এত অবিশ্বেস বাছা।

ক। তুমি ও মিন্সেকে কেন নৌকোতে আনলে ? ও বড় ইতর লোক।

শ্যা। না বাছা, তুমি ওকে চিন্তে পারনি ও বড় ভদ্দর নোক। তবে কি জান, নোকটা একটু আমুদে, একটু রসিক।

ক। না, শ্যামার মা তুমি বুঝতে পাচ্চ না ও লোকটার স্বভাব ভাল নয় তা না হলে ও আমার সামে যে সব কথা কয়েছে, যে সব গল্প করেছে, কোন ভাল মানুষে তা পারে না। তুমি য বল, আর যা কও, ও যদি আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে যায়, তা হলে আমি যাবনা।

শ্যা। আমি সঙ্গে থাকতে তোর ভাবনা কি ? কার সাধ্যি তোকে এক কথা বলে ? খেংরে না তার বিষ ঝেড়ে দেব। এমন কোন বাপের বটা আছে, যে শ্যামার মার কাছে চালাকী করে উড়ে যাবে ? তোর বাছা কোনো ভঁয় নেই।

কন। না, শ্যামার মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমি ওর সঙ্গে যাব না।

শ্যা। অবাক্ করেছে মা। কোথা যাব ? পুরুষ মানুষকে এত ভয় ? উনি তো আর শ্যাল কুকুর নন যে কামড়ে দেবেন।

কন। শ্যামার মা, তুই আমার ধরম মা। তুই আমাকে রক্ষে কর। আমি তোর পায়ে পড়িছি। (পদস্পর্শ)

শ্যা। ছি! ছি! ছি! ওকি? আচ্ছা, তাই হবে, ওকে সঙ্গে নেব না। আমি ওকে সঙ্গে এনেছি কেন জান, দুজন মেয়ে মানুষ একলাটি এত পথ আসবো, সেই জন্যে, তা তোমার মত না হয়, নাই বা ওকে সঙ্গে নিলুম। আর তো বেশী পথ নেই।

ক। ঐ দেখ, শ্যামার মা, সেই মিন্সে আবার এদিগে আসচে। (বেলওয়ে ঘণ্টার শব্দ)

শ্যা। এলোই বা। তায় ভয় কি? (ফটিকের প্রবেশ)

ফ। শ্যামার মা পুরুষবিদেষী কমলমুখীর বিষ নজরে পড়েছি। তা তোমার সঙ্গিনীকে বল যে চিরদিন কখনো সমান না যায়

শ্যা। ছি ছি বাওরাজী ও সব কি কথা?

ফ। শ্যামার মা বালী হালদারের দলের নলদময়ন্তী যাত্রা শুনিচিস?

শ্যা। কেন তাতে কি হয়েছে?

ফ। তাতে দৈময়ন্তী যখন বনে যায় নল বেটা যেপে পাশায় ব্যাধটা এসে গায় 'কেন প্রমাদ ধনি গণিছ মনে, তোরে রাখবো রুদয়ের মাঝে ওলো নবীনে।

শ্যা। যাও, যাও তোমার সব যাত্রাতেই পাগলাম। কনককমল, তুই বাছা বাবুদিগের ঐ ঘরটাতে গিয়ে বসগে। আমি দুখানা টিকিস্ কিনে আনি। (কনককমলের প্রস্থান)

ফ। বলি, গতিকটে কি?

শ্যা। তুমি যেমন! তোমার সবই তাড়াতাড়ি ও সব আভাঙ্গা মেয়ে, ওরা কি তামাসা বোঝে? চটে আগুন একবারে। বলে তুই আমাকে ও মিন্সের সঙ্গে আন্‌লি কেন?'

ফ। বটে ? আচ্ছা, রসো না ; গাড়ীতে উঠে জল করে দিচ্চি।

শ্যা। গাড়ীতে উঠ্‌বে কি ? ও বলেছে, যদি তুমি ওর সঙ্গে গাড়ীতে যাও তবে ও যাবে না।

ফ। ও বাবা। এতগুণ। তাতেই তো বলি " তোরে রাখ্‌ব হৃদয়ের মাঝে ওলো নবীনে।"

শ্যা। এরমধ্যে অতো বাড়াবাড়ি করো না, একটু ধর্য্যি হও, আপনি বশে আসবে।

ফ। শ্যামারমা, আমি বড়ের চাল চেলে যাচ্চি। কিন্তু বাবা ঢের ঢের মেয়ে দেখিছি এমন বেরসিক মেয়ে মানুষ কোথাও দেখিনি। রাধে ! রাধে।

শ্যা। সে যা হোক্, এখন কোথাকার টিকিস নেবে বল দেখি।

ফ। কেন ? তুই যা বলিচিস্, কাশী।

শ্যা। হাঁ ; একবারে লম্বা পাড়ি না দিলে এ মেয়েকে বশে আন্‌তে পার্বে না।

ফ। তা আর বল্‌তে ? তুই এক কায কর্, ছুঁড়ীকে নিয়ে পশ্চিমদিগের পেটফেলামে যা ; আমি টিকিস্ কিনে নিয়ে যাচ্চি।

শ্যা। কিন্তু, দেখ একটা কথা বলি।

ফ। কি? বল্।

শ্যা। এখন তুমি আমাদের গাড়ীতে উঠো না।

ফ। কুচ্‌পরোয়া নেই বাবা। আমি আলাদা কামরায় উঠ্‌বো ; তারপর কোননগর, ছিরামপুর ; ছিরামপুরে গাড়ী পৌঁছুলেই তোদের কামরায় গিয়ে যুটচি। তবে যাই আমি টিকিস কিনি গে।

শ্যা। হাঁ যাও।

ফ। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ভাল কথা। গাড়ীতে উঠেই লোহার গরাদেতে একখানা কাপড় টানিয়ে দিস।

শ্যা। কেন ?

ফ। তা হলে পরিবার নিয়ে যাচ্চে মনে করে অন্য লোক আর উঠ্‌বে না।

শ্যা। আচ্ছা।

ফ তুই আর দেরি করিস নি। শীগগির যা।

শ্যা। না। (দু দিগে দু জনের প্রস্থান)

পশ্চিমদিগের প্লাটফরম

রেলওয়ে ঘণ্টা ও রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ ইতস্ততঃ ধাবমান, গাড়ী আতা হ্যায় হট যাও' ইত্যাদি শব্দ।

শ্যামীর মা, কনককমল ও ফটিকদাস।

ফটি। এই নাও, শ্যামার মা, তোমার টিকিস। সাবধানে কাপড়ে বেঁধে রাখ যেন পড়ে না যায়।

শ্যা। দাও। (টিকিট গ্রহণ ও বস্ত্রান্তে বন্ধন)

ফ। আর কৈ ? এই যে এসো এই নাও।

কন। (মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল)

শ্যা। নে নালো কনককমল, বাওয়াজীর হাত থেকে টিকিস নে না। ঐযে গাড়ী এসে পড়লো।

ফটি। শ্যামারমা, আজ কোন্ পোড়াকপালের মুখ দেখে উঠেছিলুম্ তা বলতে পারি না। মনটায় বড় ব্যথা লেগেছে। (কনককমলের প্রতি হাত যোড় করে) "অনুগত দাস বলে রাখ চরণ কমলে।"

শ্যা। ও কি বাওবাজী ? ছি। দাও, আমাকে টিকিস্ দাও।

ফটি। শ্যামারমা আমি কি হাড়ী না ওচি যে আমাকে ছুঁলে নবীন বিদেশিনীর জাত যাবে ? না হ"উনি আমার মাথায় ও ব বা পায়েব কড়ে আঙ্গুলটা ছু ইযে দিন ত'তেও আমি খুসী হব। তাইতো। অভাগাব প্রতি একাডই দয় হলো না ? আচ্ছা বাবা। একমাঘে শীত পালাব না।

শ্যা দাও দ'ও, টিকিস দাও গাড়ী এসে পড়লো।

ফটি। (শ্যামার মাকে টিকিট প্রদান) যা বলিছি যেন মনে থাকে। আমি আব তবে যাবনা তোমবা গাড়ীতে ওঠ। (কণককমলকে লক্ষ্য কবিবা *বিদায় হলুম মনে বেখ অ'বার দেখা হবে।

রেল-কর্মচারিগণ। গাড়ী আয গাড়ী আযা আগাড়ী চলো।　　　　(সকলেব প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক ষ দৃশ্য বাকীপুব, সূর্য্যকুমারেব বাসা।

• সূর্য্যকুমাব ও অহীন্দ্র উভযে সংবাদপত্র হস্তে।

স্যু। তাতে বিযের কথা কিছু লিখেছেন ?

অহী। সেই জন্যেই তো বাড়ী যেতে জেদ। লিখেছেন্ দিন স্থিব, বিযের সমস্ত উদযোগ প্রস্তুত, কন্যা পক্ষ বড় ধরেচে যে যাতে এই লগ্নে বিযে হয়। এখন আমি করি কি ?

সু। তোমাব সাযেব যে বকম ভদ্দর লোক, বল্লেই চাব পাঁচ দিন ছুটি দিতে পাবেন।

অহী। ছুটিব জন্যেতো ভাবচি না, আমি ভাবচি যে কিবকমে বাবাব অনুরোধ এড়াই।

সূ। তোমার বাবা যে মেয়ের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করেছেন সে মেয়েকে তুমি দেখেছ?

অহী। না, আমি দেখি নি।

সূ। বেশ কথা। তুমি না হয় দেখ। যদি সে মেয়ে তমলুকের বামনের মেয়ের মত হয়, কিম্বা কিছু নীরেসও হয়, তবু তোমার সেই মেয়ে বিয়ে করা উচিত।

অহী। কেন?

সূ। কারণ, তমলুকের মেয়ে, প্রথমত চুরি করে বিয়ে কত্তে হবে, কনের অভিভাবকরা প্রকাশ্যে বিয়ে দেবে না। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্ম বিবাহ,—হিন্দু সমাজের বহির্ভূত, সকল লোকেই তাই নিয়ে একটা ঠেলাঠেলি কর্বে, তৃতীয়ত. তোমার বাপ যে মেয়ে স্থির করেচেন, সেই কন্যাপক্ষের কাছে তাঁর অপমান হবে, চতুর্থতঃ সকল লোকে তোমাকে পিতা মাতার অবাধ্য নব্যসম্প্রদায়ের যুবক বোধ করে, তোমার সম্মুখে যদি কিছু না বলতে পারুক, পরোক্ষে তোমার নিন্দা করবে আর মনে মনে ঘৃণা কর্বে। আর একটা দেখ, এই বিয়ে কল্লে তোমার বাবা শুধু যে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন্ এমন্ নয়, তিনি যে প্রকৃতির লোক তাতে তিনি একবারে তোমার সহিত সংস্রব রহিত কল্লেও কত্তে পারেন্। তারপর দেখ অর্থসম্বন্ধে, তোমার বাপের স্থিরীকৃত বিয়েতে তিন চার হাজা টাকা পাবে, আর তমলুকের বিয়েতে তোমার প্রায় সাড়ে তিন শ চারশ টাকা খরচ হবে।

অহী। সূর্য্যকুমার, তুমি যা বল্লে সব সত্য। আমার অবস্থায় তুমি যদি পড়তে আর আমি যদি তুমি হতুম্, তা হলে আমিও তোমাকে এই রকম উপদেশ দিতুম্। কিন্তু আমার মন থেকে জানৃত্তে পাচ্চি যে তুমি কখনই আমার

উপদেশ মত কায্ কত্তে পাত্তে না। তুমি সেদিন আমাকে একবার বলেচ, আর আজ এই একবার বলছ ; কিন্তু আমি ক্রমাগত একমাস ধরে এই বিষয়ের আন্দোলন করেচি, কনককমলকে বিয়ে করা উচিত নয় বলে মনকে কত বুঝিয়েচি, মনে মনে তোমার এই সমস্ত তর্ক, আরও কত তর্ক করেচি, কিছুতেই মনকে লওয়াতে পারিনি। প্রণয়ের যে কি ভয়ানক শক্তি তা যে ব্যক্তি অনুভব করেচে সেই কেবল বুঝ্‌তে পারে। আমি নিশ্চয় জানি যে আমি যদি বাঙ্গালি না হতুম্ তা হলে এতদিনে কনককমলের সঙ্গে আমার বিয়ে হতোই।

• সূ। সেখানে থাকলে হওয়া সম্ভব ছিল।

অহী। আমি এখানে এসে নবরুদ্রকে দেবার জন্যে তিনশ টাকার হাফ নোট রেজিষ্ট্রি করে কণ্ট্রাক্টরের কাছে পাঠিয়েছি। কণ্ট্রাক্টরের চিঠি পেলে বাকী হাফ নোট নিয়ে সাহেবকে বলে এক সপ্তাহের জন্যে তমলুকে যাব, সেখানে কনককমলকে বিয়ে করে এখানে আন্‌বো, তারপর বাবাকে পত্র লিখবো যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

(ডাকপেয়াদা দুই খানা পত্র দিয়া গেল)

সূর্য্য। এখানা আমার বাড়ীর চিঠি, এখানা তোমার—বাড়ীর ত নয়, তমলুকের পোষ্ট মার্ক রয়েছে। (অহীন্দ্রকে পত্র প্রদান ও নিজ পত্র মনে মনে পাঠ)

অহী। (পত্র পাঠ করিয়া) আশায় শেষ, সমূলে বিনাশ! প্রণয় মৃগতৃষ্ণায় ঘুরলুম্।

সূ। কি হয়েছে?

অহী। পত্র খানা পড়ি, তা হলেই সব জান্‌তে পার্বে। (পত্রপাঠ) "মহাশয়, আপনার প্রেরিত তিনশত টাকার

হ্যাণ্ডনোটযুক্ত পত্র পাইযাছি কিন্তু সে নোট পাঠান বৃথা হইয়াছে কারণ আপনার ভাল বাসার জিনিস কনককমল আর নবকদ্রের গৃহে নাই। শুনা যাইতেছে ফটিক দাস নামে একজন বৈরাগী তাহাকে লইয়া পলাইয়াছে। নবকুদ্র হায় হায়, করিয়া বেড়াইতেছে ও পুলিস হইতে এ বিষযের তদারক আরম্ভ হইয়াছে। কনককমলের সহিত বিবাহের আশা আর নাই, আপনি তাহাকে ভুলিয়া যান।'

ভুলিযা যান এ কথা অসম্ভব। আমার নিজের সত্তা বিস্মৃত হওযাও কথঞ্চিৎ সম্ভব, কিন্তু কনককমলকে—তার সেই মধুর মূর্ত্তি—সেই মনোরম প্রকৃতি—আমি কখনই ভুল্‌তে পারবোন।

(ভদ্রলোকের বেশে ফটিকদাসের প্রবেশ)

ফটি। (ব্যস্তভাবে) মোশায়, ডাক্তার বাবু কে গা?

স। কেন মশাই?

ফ। একটি রোগী দেখতে যেতে হবে, শীগগির একটু।

সু। কি ব্যারাম?

ফ। ব্যারাম কিছু সঙ্কট, হটাৎ হয়েছে একটু সম্ভব

সু। আপনার বাড়ী কোথা?

ফ। আজ্ঞে অনেক দূর, সেই নদে। মোশায একটু শীগ্‌গির যেতে হচ্চে।

স। নদে বাড়ী এখানে কেন?

ফ। আজ্ঞে, পরিবারশুদ্ধ কাশী যাচ্ছিলুম, রেলে আমার পরিবারের সঙ্কট ব্যারাম হয়েছে। উঠুন মোশায।

সু। রোগী আছে কোথা?

ফ। এই ইষ্টিশেনের ধারে সরায়ে, খুব নিকট। উঠুন মোশায।

সু। আচ্ছা, চল।

অহী। পথাতে একটা টেলিগ্রাফ কত্তে হবে চল আমিও যাই।　　　　(সকলের প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক ৩য় দৃশ্য, বাঁকীপর বেলওয়েনিকটস্থ সরাই।

কনককমল শয়ান, শ্যামাঁর মা উপবিষ্ট।

শ্যা। কনককমল, কে তোকে এ পরামোশ দিলে? তুই নিজে মলি, বাওয়াজীকে মারি, বাওয়াজী তোর জন্যে দেশত্যাগী হয়েছে, তুই তার বুকের কলজে হয়েছিলি তোর জন্যে সে পাগল, তার খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই—আহার নিদ্রে বজ্জিৎ। তারি বুকে এমন শেল হানতে হয়? ছি, ছি, ছি!

কন। মরণ বৈ আর আমার গতি কি? আমি তোকে ধরম মা বলিচি আমাকে খিদিরপুর পৌঁছে দেবার জন্যে তোর পায়ে ধরে কেঁদেছি তুই আমাকে আশা দিয়ে আমার সর্বনাশ কত্তে বসিছিলি! ভগবান এর বিচার করবেন।

শ্যা। তোর মত কল্লা মেয়ে আমি বিশ্বি বাংলায় দেখিনি। ধম্ম ধম্ম করে শেষে অপঘাতে মরি সে তোর ভাল হলো ইষ্টিশ্যানের ধারে শ্যাল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে সে তোর ভাল হলো, তবু বাওয়াজীকে মনে ধল্লো না।

কন। উঃ বাপ রে। প্রাণ যায়!

শ্যা। তা যবে কেন? 'দুঃখের কপালে সুখ নেই, বিয়ে বাড়ীতে ভাত নেই।' আস্তাকুড়ের এঁটো পাত কি কখনো স্বগ্গে যায়? স্বচ্ছন্দে কাশী যেতিস, দিব্যি রাজ রাণীর হালে থাকতিস, গা পোরা গয়না পরতিস, সোনার

খাটে শুয়ে রূপোর পালঙ্কে পা দিতিস্, দাসী চাকরে সেবা কত্তো ; তা কি হাড়হাবাতীর কপালে যোটে ? লাভে হতে আমার বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শনটা হচ্ছিল, তাও বুঝি গোল্লায় যায় !

কন। আর আমাকে লোভ দেখিয়ে কি কর্বি ? তুই এ পাপের ফল পাবি ; তুইতো আমাকে মেরে ফেল্লি।

শ্যা। তা বল্‌বি বৈ কি ? কালের ধর্ম্ম কি কেও নয় কত্তে পারে ? এ যে কলি কাল ! নবরুদ্র যদি তোকে একটা মড়িপোড়া বামনের সঙ্গে যে দিত তা হলেই তোর পক্ষে ভাল হতো ! তার গেজমৎ কত্তে কত্তে, তার কৈজৎ আর মার খেতে খেতে তোর প্রাণটা যেত। তখন তোর ভাল হতো। যৈবনের দৈরবেই তুই জাহান্নমে গেলি ! তুই রাং কি রূপো চিন্‌লিনে ? হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেল্‌লি ! তুই মনে করিচিস্ নিব্যস্ই মর্বি। আচ্ছা, যদি বেঁচে উঠিস তবে তোর কি দশা হবে ?

ক। তা হলেও তোদের হাত এড়াব।

শ্যা। আচ্ছা বাছা, দেখা যাবে, আগে সে আসুক্।

কন। এলোইবা ! আমি তাকে ভয় করি না। উঃ বাপ্ রে !

শ্যা। তোর মত নেমকহারাম মেয়ে মানুষ পিথিবীতে নেই। তুই কোন্ বাঁদীর বেটী বাঁদী; আর বাওয়াজী একটা মরদ্ধাজ মী লোক। সে তোর পায়ে পষ্যন্ত ধরেচে : আহার নিদ্দে ত্যাগ করে কিসে তুই খুসী হবি বলে দিনরাৎ তোর খোসামোদ করেচে, বাক্স পোরা গয়না, থলী পোরা টাকা তোর পায়ের কাছে দিয়েছে, তুই অধ্যারে তা ঠেলে ফেলিচিস্। তোর ওপর জোর জোরাবৎ করেনি, কখনো

উঁচু কথাটি বলেনি তুই তাকে শাপ গাল দিয়েছিস সে হাসি মুখে তোর পায়ে ধরেছে। অন্য লোকের হাতে পড়লে টেরটা পেতিস। বাওবাজী এত পায়ে ধল্লে আমি তোকে এত বোঝালুম্ সব ভস্মে ঘী ঢালা হলো মরণ দশা আর কি। বলেন্ আবার 'আমার সোয়ামী আছে। সে স্বামী আছে তো এতদিন লবকন্দ্রের বাড়ীতে গোলকাড়্নী হয়ে ধানে ভাতে থাচ্ছিলি কেন লা?'

(ফটিকদাস ও সূর্য্যকুমারের প্রবেশ)

ফটি। অষুধটা খেয়েছিল কি?

শ্যা। পোড়ার দশা। অষুধ খাবে? ঠ্যাকারেই মরে।

সূর্য্য। কি ওষুধ?

ফ। বমির জন্যে একটা পাতার রস।

সূর্য্য। (উপবেশনান্তে নাড়ী ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া) ফ। চক্ষু লাল, তারা সঙ্কুচিত, নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্চে নিশ্বাসে আফিঙ্গের গন্ধ বেরুচ্চে কোমার লক্ষণ দেখা যচ্চে। এ রকম ঝিমুনী হয়েছে কত ক্ষণ?

শ্যা। এই খানিক ক্ষণ। এক একবার কথা কয়, এক একবার তন্দ্রা আসে, দুটো চাট্টে মিথ্যে কথাও কচ্চে

সূর্য্য। ফ (রোগীর প্রতি) তোমার কি অসুখ কচ্চে বল দেখি। কতটা আফিং খেয়েছ?

কন। খিদিরপুরে কবে যাব?

শ্যা। ঐ দেখ ডাক্তার বাবু কি বকচে।

সূ। তুমি জিজ্ঞেসা কর দেখি কি অসুখ কচ্চে।

শ্যা। কনককমল, কি অসুখ কচ্চে বলনা, ডাক্তার বাবু জানতে চাচ্চেন, বল্না।

সু। (চমকিতভাবে) কি? এ মেয়েটির নাম কি? কনককমল? এ মেয়েটি কে?

শ্যা। এই বাওয়াজীর পরিবার।

সু। (স্বগত) সেই নামইতো বটে। মাগী আবার বল্লে বাওয়াজীর পরিবার। সেও একটা বৈরিগী ওষুধ আনাবার ছলে একে এখনি পুলিসে দেওয়া উচিৎ হচ্চে তা না হলে এর পরে প্রকাশ হলে যদি পালিয়ে যায় আর এ মাগী —না পুলিসকে এইখানে আসতে লিখে দ (ফটিকের প্রতি প্রকাশে) আমি এই কাগজটুকুতে লি খ দিচ্চি তুমি আমার বাড়ী থেকে এই ওষুধটা আন আর ঐ যে বাবুটি আমার স ঙ্গ ে ন াকে শী গির ডে ক দিয়ে যাও।

ফটি। যে আজ্ঞে

সু অহীন্দ্রভূষণ। ফটিকের প্রস্থান)

কন। আ ন বে ন ম বলেন তার বাড়ী কোথা?

সু। কলকাতা ছিদিব।

কন। কৈ তিনি কৈ? আমার ক া কৈতে কষ্ট হচ্চে, আ পনি শীগগির তাকে ড াকুন।

সু। (শ্যামীর মার প্রতি) তোমরা তমলুক থেকে আসচ বটে

ক। হাঁ।

শ্যা। না না তম্‌লুক কেন? নবে।

সু। বাওয়াজীর নাম ফটিকদাস?

শ্যা। আজ্ঞে আজ্ঞে, না, না। (অহীন্দ্রের প্রবেশ)

অহী। কেনহে আমাকে ড কচ?

সু। দেখ দেখি, তুমি এ মেয়েটিকে চেন কিনা?

অহী। একি। কনককমল যে। কনককমল, তুমি এখানে কেন ? সূর্য্যকুমার, কি ব্যারাম হয়েছে ?

সূ। আফিং খেয়েছে।

অহী। সর্ব্বনাশ। কনককমল, কেন এমন কায করলে ?

কন। আপনি আমার কাছে বসুন, আমি বলচি।

(কনকের নিকটে অহীন্দ্রের উপবেশন)

কন। (অহীন্দ্রের হস্ত ধরিয়া) তুমি আমার স্বামী।

সূর্য্য। অহীন্দ্র, তুমি কি এঁকে বিয়ে করেছ ?

শ্যা। ডাক্তার বাবু ছু ডী বিকারে আবোল তাবোল বকচে।

অহী। আমিতো তোমাকে সকলি বলিচি এঁকে বড় ভাল বাসি, আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিলেম কিন্তু বিয়ে করিনি

কন। কি ? তুমি আমাকে ভাল বাস আমাকে বিয়ে কর নি ? শৈলজা তোমার স্ত্রী নয় ? গুরুচরণ মিত্র তোমার শ্বশুর নয় ? তোমার বাপের অনুরোধে তুমিও অধর্ম্মে কথা কচ্চ ?

অহী। সে কি ? তুমি আমার শৈলজা ? শৈলজা। প্রাণের শৈলজা। তোমার এই দশা। হা জগদীশ্বর। সূর্য্য কুমার কি হবে ? এখানে আমার আর কেও নাই তুমি আমার শৈশব বন্ধু, তুমি আমার শৈলজাকে বাচাও। (সূর্য্যের হস্ত ধারণ)

সূর্য্য। অতো ব্যস্ত হয়ো না, একটু স্থির হও।

অহী। সূর্য্যকুমার, আমার শৈলজাকে বাঁচাতে পাবেনা ?

সূ। The case is hopeless.

অহী। অ্যাঁ। কি বল্লে ? শৈলজা, শৈলজা। (অশ্রু ত্যাগ) এ কায করলে কেন ?

কন। নৌকো ডুবির পরে আমি নবকৃষ্ণের বাড়ীতে ছিলুম্ সেখানে তোমাকে দেখেছিলুম কিন্তু পরিচয় দিতে পারি নি, তুমিও আমাকে চিনতে পার নি। তুমি খিদির পুরে এসেছ জানতে পেরে এই মাগীর সঙ্গে খিদিরপুরে তোমার কাছে আসছিলুম, পথে ঐ মিন্সেটা যুটে, মাগীতে মিন্সেতে পরামোর্শ করে আমার সব্বনাশ করবার উদ্দেশে ছিল আমি তাই বুজতে পেরে মিন্সের কৌটো থেকে এক ডেলা আপিং নিয়ে খেয়েচি। (সাশ্রু) এখন তোমাকে পেয়ে (অহীন্দ্রের গলে হস্ত দান) আমার বাঁচবার ইচ্ছা হচ্চে তুমি আমাকে বাচাও।

শ্যা মা। (স্বগত) এ কি সব্বনাশ! এখন পালাবারও তো উপায় নেই। (ভীতভাবে একান্তে অবস্থিত)

অহী। ও শৈলজা! ওঃ সূর্য্যকুমার। কি হবে ভাই

কন। যদি বাঁচি তো কি ক্লেশ পেয়েছি তোমাকে বলবো যে দিন আমার চোখ থেকে জল পড়েনি সে দিন টি নয়। আমার ক্লেশ শুনলে তুমিও চোখের জল ফেলবে ওঃ কি কষ্ট। পরমেশ্বরের কাছে কেঁদেছি যেন মরবার সময়েও তোমাকে একবার দেখতে পাই আজ বুঝি জগদীশ্বর তাই ঘটালেন। (অশ্রুত্যাগ)

অহী। ওঃ শৈলজা। আর আমি সইতে পারি না বুক ফেটে যায়।

কন। হাঁ গা আমি কি বাঁচবো না? আমার যে বড় ভয় কচ্চে। ঠাকুর কি আমাকে ঘরে নেবেন্ না? উঃ আমার প্রাণ কেমন কচ্চে। আমাকে কি বাঁচাতে পাবে না?

অহী। ওঃ সূর্য্যকুমার আর আমার প্রাণ রাখতে ইচ্ছে নেই। বাবাকে বলো তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে তাঁর

ঘড়ী, চেন্, রূপোর বাসন, খাট, বিছানা, ধন, দৌলৎ, সব রৈল, তিনি ভোগ করুন, আমি কিছু চাই না। আমার শৈলজা, শৈলজা, শৈলজা!

কন। উঃ আমি যাই। আমার প্রাণ কেমন কচ্চে মা আমাকে ডাকচেন। ঐ দেখ বাবা দাঁড়িয়ে আছেন কৈ? তুমি কৈ? আর না, আমি যাই আমি যাই। উঃ উঃ। উঃ। প্রাণ গেল।

অহী। শৈলজা, শৈলজা!

সূর্য্য। (সাশ্রু) ওঃ কি ভয়ানক। বিষাদের পরে অসীম হর্ষ হর্ষের পরেই দারুণ বিষাদ। অহীন্দ্র একটু স্থির হও। (কনককমলের নাড়ী পরীক্ষা ও হস্ত ত্যাগ করিয়া) ওঃ দেখতে দেখতে সব শেষ হলো।

অহী। ওঃ কি বল্লে? "সব শেষ হলো।" আমার শৈলজা নাই? না, না, এই যে আমার শৈলজা!

(রসিকের সহিত রামসাধনের প্রবেশ)

রাম। একি? অহীন্দ্রের এমন অবস্থা কেন? একটী মেয়ে তার হাঁটুতে মাথা দিয়ে শুয়েছে। কিছুইতো বুঝতে পাচ্চি না অহীন্দ্র—

অহী। তুমি কি ডাক্তার? তুমি কি আমার শৈলজার ব্যারাম আরাম করেছ?

সূর্য্য। কি বিপদ। উন্মত্ততার লক্ষণ!

রাম। বাবা সূর্য্যকুমার, একি ব্যাপার?

সূর্য্য। আপনার অবিমৃষ্যকারিতার—আপনার ক্রোধের পরিণাম।

রাম। সূর্য্যকুমার, আমি যে কিছুই বুজতে পাচ্চি না।

সূর্য্য। আপনি সামান্য ধনের লোভে, ক্রোধের বশী-ভূত হয়ে যে পুত্রবধূকে গৃহে আন্‌বেন না শপথ করেছিলেন্, আত্মীয় বন্ধু কারো অনুরোধ শোনেন্ নি, কারো কথায় কর্ণপাত করেন নি, ইনি আপনার সেই পুত্রবধূ, অহীন্দ্রের পত্নী। নৌকো ডুবি হয়ে তমলুকের এলাকায় গিয়েপড়েন। সেখানে এক বামনের বাড়ীতে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করেছিলেন।

রাম। বটে, বটে! তা এখন,

সূর্য্য। তারপর একবেটা বদমাইস এঁকে নিয়ে কাশী পালাচ্ছিল। ইনি তাই জানতে পেরে সতীত্ব রক্ষার জন্যে আফিং খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন্। অহীন্দ্র, এখন এঁর পরিচয় পেয়েছে, এখন এঁকে পত্নী বলে জান্‌তে পেরেছে। এর হর্ষে বিষাদ! শোকে অধীর হয়ে উন্মত্তাবস্থায় উপনীত।

রাম। ওঃ। আজ আমার অবিবেকের ফল ফল্‌লো! গুরুচরণ, তুমি যে আমাকে নরাধম বলেছিলে, আজ্ আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম্ যে আমি নরাধমই বটে। আমি সতীর আদর্শ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপ পুত্রবধূকে পরিত্যাগ করে, তাঁর অকাল মৃত্যুর—তাঁর আত্মহত্যার কারণ হয়েছি। নীচ, অতি নীচ, অর্থ লালসা আমাকে এই পাপে প্রবৃত্তি দিয়েছে, আর আমি সেই প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে, অজ্ঞানের ন্যায়, বালকের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায়, এই দুষ্কার্য্য করিচি। এ পাপে আমার নিস্তার নাই; এ পাপে আমাকে নিশ্চয়ই কোনো ভীষণ নরকে যেতে হবে! আমার নীচ অর্থলালসায় ধিক্! আমার জীবনে ধিক্! আমার বিনীত প্রার্থনা যে আমার এই উদাহরণ দেখে সকলের—বিশেষতঃ বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের যেন চৈতন্য হয়।।।